উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস

বই	**উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস (১ম খণ্ড)**
লেখক	ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি
ভাষান্তর	মাহদি হাসান, শাহ মুহাম্মদ খালিদ ও মাহমুদ আহমাদ
সম্পাদনা	কুতুব ইলাহী, মাহদি হাসান
নিরীক্ষণ	মাহদি হাসান
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন প্রুফ রিডিং টিম
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস

[১ম খণ্ড]

ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

প্রকাশকের কথা

সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি—আলহামদুলিল্লাহ! তিনি বড় মহান, দয়াবান। তাঁর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে এমন বড় একটি গ্রন্থের কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে; লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শোকর।

খিলাফতে রাশিদার সোনালি যুগের পর বনু উমাইয়ার হাত ধরেই ইসলামের প্রথম প্রজন্মের রেখে যাওয়া অমূল্য সম্ভার পরবর্তী প্রজন্মের শিরায়-গ্রন্থিতে প্রবাহিত হয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সম্মানিত সাহাবিগণের শাসননীতি, রাজনীতি এবং সমরনীতি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্র সম্পর্কিত সবকিছুই উমাইয়াদের সময় পূর্ণ জোয়ারে বইতে শুরু করে। বিশেষত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরবর্তী সময়ে মুসলিমবিশ্বে যখন শিয়া ও খারিজির মতো নানা ফিরকার উদ্ভব ঘটে, তখন রাসুলুল্লাহ ও সাহাবিগণের প্রকৃত আদর্শের অনুসারী হিসেবে আবির্ভূত হন উমাইয়া খলিফাগণ; যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পতাকা হাতে প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী পৃথিবীতে খিলাফতের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

মুসলিম ইতিহাসের প্রতিটি শাসনামলকেই দৃশ্যমান নানা চক্রান্তের পাশাপাশি অদৃশ্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়েছে। উমাইয়া খিলাফতকেও বহুমুখী ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হয়েছে; মুনাফিকদের চক্রান্তে জর্জরিত হয়েছে প্রতিটি শাসনকেন্দ্র, অভ্যন্তরীণ কোন্দলে রক্তাক্ত হয়েছে প্রতিটি প্রান্তর। বহিঃশত্রুর নির্লজ্জ প্রোপাগান্ডায় ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে উমাইয়া সন্তানদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান, সাফল্যকে ছাপিয়ে প্রচার করা হয়েছে সাম্রাজ্যের সমস্যা ও সংকটের দীর্ঘ ফিরিস্তি।

ইতিহাসের পরতে পরতে উমাইয়া খিলাফতকে ঘিরে পুঞ্জীভূত হওয়া ঘৃণাচর্চার এসব বুদ্বুদ সরিয়ে বিশুদ্ধ ও ইনসাফপূর্ণ ইতিহাসের উপস্থাপক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন বর্তমান বিশ্বের খ্যাতিমান ইতিহাসগবেষক ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি। ক্ষুরধার লেখার স্বতন্ত্র ধাঁচে একই সঙ্গে ঘটনা ও ব্যক্তিদের তুলে আনার অনুপম শিল্পী আলি সাল্লাবি। তিনি একে একে উমাইয়া খলিফাগণের বৃত্তান্ত তোলে আনার পাশাপাশি চলমান ঘটনার আড়ালে ঘটমান অনুঘটনাকেও নজরে এনেছেন—যেসবকিছু মূলত মঞ্চের মূল চরিত্রকে প্রভাবিত করে ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে ধোঁয়াশা করে রেখেছিল। তার এই কর্মযজ্ঞ পাঠককে ইতিহাসের প্রশ্নবিদ্ধ বিরোধগুলো নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে। এছাড়া নববি ও খিলাফতে রাশিদার যুগের প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের রেশ কীভাবে উমাইয়া খিলাফতকে গ্রহণযোগ্য পাটাতনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, সেই গুরুত্বপূর্ণ দিকটিও উঠে এসেছে—যা অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে অনুপস্থিত।

উমাইয়া খিলাফতের সময়কালে ইসলামি শাসন ও শরিয়া বাস্তবায়নের ফলে যে আলো ছড়িয়ে পড়েছিল, তা বর্তমান সময়ের জন্য কতটা প্রাসঙ্গিক—বইটি অধ্যয়নের পরই তার বাস্তবতা উপলব্ধি করা যাবে। জটিল-কঠিন বিষয়ের মনোজ্ঞ উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ এই বৃহৎ গ্রন্থটি বাংলাভাষী পাঠকের নিকট কালজয়ী ও আকর-সূত্র হয়ে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রিয় পাঠক, ছয় খণ্ডের এই গ্রন্থটি মুহাম্মদ পাবলিকেশনের এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় কর্মযজ্ঞ। একঝাঁক দক্ষ অনুবাদক, সম্পাদক, প্রুফরিডার, ডিজাইনারসহ কয়েকজন প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় মানুষ এ প্রকল্প সফল করতে রাতদিন খেটেছেন, যাদের প্রত্যেকেই মুহাম্মদ পরিবারকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসেন। মুহাম্মদ পাবলিকেশন তাদের ভালোবাসার কাছে ঋণী।

অনুবাদক হিসেবে প্রবীণদের পাশাপাশি যোগ্য নবীনরাও যুক্ত হয়েছেন; সবার কাজ ও প্রচেষ্টার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। অনুবাদ করেছেন—মাহদি হাসান, শাহ মুহাম্মদ খালিদ, মাহমুদ আহমাদ, শাহরিয়ার হাসান, মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন, ইলিয়াস আশরাফ, আবদুন নুর সিরাজি, যায়েদ মুহাম্মদ, আহনাফ তাহমিদ এবং হামেদ বিন ফরিদ।

অনুবাদ নিরীক্ষণের পুরো কাজটি করেছেন দক্ষ ও প্রতিভাবান লেখক ও অনুবাদক মাহদি হাসান। ইতিহাসের নানা শাখা-প্রশাখায় তিনি কাজ করে অনেক আগেই আপনাদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। এই বিশাল কাজের মাধ্যমে তার ধৈর্য ও অধ্যবসায় পাঠকের সামনে উন্মোচিত হলো।

ভাষাসম্পাদনা করেছেন জনাব কুতুব হিলালী; আবু আলি মোহাম্মদ ও যায়েদ মুহাম্মদ। তাদের প্রত্যেকেই নিজকর্মে দক্ষ, সুপরিচিত ও পাঠকের নিকট গ্রহণযোগ্য মানে উত্তীর্ণ। পুরো গ্রন্থের সিংহভাগ কাজ সম্পন্ন করেছেন শ্রদ্ধেয় কুতুব হিলালী; নিঃসন্দেহে এটি তার অসাধারণ কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় বহন করবে। বাকি অংশের কাজ সম্পন্ন করেছেন বহুগ্রন্থ সম্পাদক আবু আলি মোহাম্মদ ও প্রতিভাবান আলিম ও অনুবাদক যায়েদ মুহাম্মদ; আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

বানান সমন্বয়ের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি মাকামে মাহমুদ ও মুহাম্মদ প্রুফরিডিং টিমের প্রতি। এতগুলো খণ্ডে বানান সমন্বয় বেশ কষ্টসাধ্য ও সুকঠিন। তারপরও ধৈর্যের সঙ্গে সময় দেওয়ার জন্য সবার প্রতি রইল ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা।

প্রিয় পাঠক, বইটি আমরা ছয় খণ্ডে প্রকাশ করছি। এর মাধ্যমে ইতিহাসের পাঠককে সময়ের সবচেয়ে সেরা কিছু উপহার দিতে চেষ্টা করেছি। বড় কাজ হিসেবে মনুষ্য সীমাবদ্ধতায় নানা বিচ্যুতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক, এটি মেনে নিয়েই আপনাদের সামনে আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা উপস্থাপন করছি। আল্লাহ আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন। সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আল্লাহ মহা পবিত্র, খুঁতহীন ও ত্রুটিমুক্ত। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লিম।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
১ সেপ্টেম্বর ২০২১

পুনশ্চ : ইবনু শব্দ আমরা আরবি ব্যাকরণ হিসেবে নয়, বরং প্রসিদ্ধির বিবেচনায় ব্যবহার করেছি এবং প্রসিদ্ধির বিবেচনায় অনেকের ক্ষেত্রে বিন শব্দ ব্যবহার করেছি।

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি হিদায়েতের বাণী কুরআন নাজিল করেছেন। দুরুদ ও সালাম প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদের প্রতি, যিনি হিদায়েতের আলোকবর্তিকা উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করেছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘতম ও দীর্ঘস্থায়ী শাসনব্যবস্থার নাম খিলাফত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের মাধ্যমে মদিনায় যে ওহিভিত্তিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়, সেটিই ছিল খিলাফতরাষ্ট্রের সূচনা। তারপর এই রাষ্ট্র দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হতে থাকে; একে একে এর নেতৃত্ব হাতবদল হয়। খিলাফতে রাশিদার পর সূচিত হয় বংশীয় খিলাফতের ধারা; উমাইয়া খিলাফত, আব্বাসি খিলাফত ও উসমানি খিলাফত এরই ধারাক্রম।

অনেকেই খিলাফতে রাশিদার পরের শাসনকে খিলাফতের শাসন হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তারা দাবি করেন, মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে খিলাফতি শাসনের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু জেনে রাখা উচিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর থেকে সাড়ে ১৩শ বছর পর্যন্ত খিলাফতের শাসন বহাল ছিল; এই দীর্ঘসময়ে রাষ্ট্রের আইন-কানুন, বিচারব্যবস্থা, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি—এর সবকিছুর ভিত্তি ছিল কুরআন ও সুন্নাহ অর্থাৎ উম্মাহ এই দীর্ঘসময় কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা শাসিত বা পরিচালিত হয়েছেন, শাসকগণ উম্মাহকে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা শাসন করবেন মর্মে বাইআত নিয়েছেন, উম্মাহর সংবিধান ছিল কুরআন-সুন্নাহ। তবে এর মধ্যে অনেক শাসক উম্মাহর ওপর জুলুম করেছেন এবং কুরআন-সুন্নাহর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে গাফলতি করেছেন; তবে যেহেতু তাদের সংবিধান ছিল কুরআন-সুন্নাহ, বিচারব্যবস্থা ছিল শরিয়াভিত্তিক এবং তাদের

রাষ্ট্র ইসলামের বিপরীত অন্য কোনো আদর্শ বাস্তবায়ন করেনি এবং নিজেরাও এই রাষ্ট্রকে খিলাফতরাষ্ট্র বলে দাবি করতেন, তাই এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে খিলাফত-রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোনো নামে অবহিত করা যায় না।

খিলাফতের দীর্ঘ ইতিহাসে খুবই আলোচিত-সমালোচিত অধ্যায় উমাইয়া খিলাফত। উমাইয়াদের ব্যাপারে শিয়ারা অত্যন্ত জঘন্য মিথ্যাচার করে থাকেন। উমাইয়াগণ ইসলামের জন্য নিবেদিত হয়ে যতসব অনবদ্য কাজ সম্পন্ন করেছেন, সবকিছুই শিয়া ইতিহাসবিদদের মিথ্যাচারে ঢেকে গেছে। বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, ফকিহ ও রাজনীতি-বিশ্লেষক ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি উম্মাহর সামনে সত্য ইতিহাস উপস্থাপনায় সাহসিকতার সঙ্গে কলম ধরেছেন।

উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস গ্রন্থে উঠে এসেছে ইসলামের জন্য উমাইয়াদের অবদান, ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত অধ্যায় ইয়াজিদের হাতে খিলাফতের নেতৃত্ব; সাহাবিগণের ভূমিকা, মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইয়াজিদ-কেন্দ্রিক নানা বিতর্ক ও অভিযোগের বিশদ বিশ্লেষণ; ইনসাফের দৃষ্টিতে তুলে ধরা হয়েছে জামালযুদ্ধ ও সিফফিন যুদ্ধের বাস্তবতা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দৃষ্টিভঙ্গি; কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা, উমাইয়া-শাসনব্যবস্থার কাঠামো; শরিয়া বাস্তবায়ন ও খিলাফতের ধারা রক্ষায় তাদের অবস্থানসহ পুরো উমাইয়া খিলাফতের আদ্যোপান্ত।

উমাইয়াদের সময়টি ছিল রাসুলের ভাষায়-খাইরুল কুরুন-সোনালি যুগ। সাল্লাবি পুরো সময়টি বিশ্লেষণ করেছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস, সাহাবি ও তাবিয়িগণের অবস্থান, মন্তব্য ও সত্য ইতিহাসের তিক্ত উপস্থাপনার মাধ্যমে। তিনি শিয়াদের মিথ্যাচারের জবাব দিয়েছেন, বাতিনি-রাফিজিদের ষড়যন্ত্রের জাল উন্মোচন করেছেন; আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা ও অবস্থান সহজ ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। ইতিহাসের জটিল বিষয়কে সত্য-সুন্দরের দোলায় মুগ্ধকর বিশ্লেষণে তুলে ধরার মতো দক্ষতা সাল্লাবির মতো আরেকজন বর্তমান পৃথিবীতে নেই। তাই ইসলামের ইতিহাস রচনায় তিনি অনন্য উচ্চতায় বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন।

এই গ্রন্থটি ড. সাল্লাবি রচিত *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়্যা : আওয়ামিলু ইজদিহার ওয়া তাদাইয়াতুল ইনাইয়ার* গ্রন্থের অনুবাদ; বাংলায় আমরা এর

নামকরণ করেছি *উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস* নামে। গ্রন্থটি ছয় খণ্ডে পরিবেশন করা হয়েছে। বৃহৎ কলবরের গ্রন্থটি অনুবাদের সুবিধার্থে ১০ জন দক্ষ অনুবাদক অনুবাদ করেছেন। তারপর মাহদি হাসান সকলের অনুবাদ আদ্যোপান্ত আরবির সঙ্গে মিলিয়ে নিরীক্ষণ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করেছেন।

সম্পাদনার দুই তৃতীয়াংশ কাজ করেছেন লেখক, কবি ও সম্পাদক শ্রদ্ধেয় কুতুব হিলালী; বাকি কাজটুকু করেছি আমি এবং যায়েদ মুহাম্মদ। আমরা চেষ্টা করেছি অনুবাদ সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করতে; বানানরীতি সকল খণ্ডে একই রকম রাখতে; বিশুদ্ধভাবে ব্যক্তি, স্থান ও স্থাপনার নাম উল্লেখ করতে; যেহেতু গ্রন্থটির কলেবর অনেক বড়, ফলে বিদেশি অনেক শব্দের বানানে ভিন্নতা থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। প্রুফকাজে আন্তরিকতার সঙ্গে সময় দিয়েছেন মুহাম্মদ পাবলিকেশন প্রুফরিডার টিম; তারপর পুরো গ্রন্থের বানান সমন্বয় করেছেন মেধাবী তরুণ মাকামে মাহমুদ। প্রকাশক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান সকলের কাজ তত্ত্বাবধান করেছেন। যথাসময়ে সবার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিয়েছেন।

সম্মানিত পাঠক, আমরা নিরলস চেষ্টা করেছি—একটি নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ আপনাদের হাতে তুলে দিতে; যাতে এর দ্বারা আপনারা উপকৃত হতে পারেন। আর আমরা আমাদের কাজের মাধ্যমে দাবি করছি না যে, আমাদের কাজ নির্ভুল ও খুঁতহীন। পবিত্র কুরআনে তো বলা হয়েছে—

> জ্ঞানের অতি সামান্যই তোমাদের দান করা হয়েছে। [সুরা বনি ইসরাইল : ৮৫]

প্রিয় পাঠক, আপনাদের নিকট দুআর আবেদন, এই গ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা আল্লাহ যেন কবুল করেন। আমাদের সবাইকে আল্লাহ ক্ষমা করুন; গোনাহের কারণে লাঞ্ছিত না করুন। সকল প্রশংসা আল্লাহর। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মাদ ওয়া আসহাবিহি আজমায়িন। আমিন।

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে

আবু আলি মোহাম্মদ

২১ মুহাররম ১৪৪৩, ২৯ আগস্ট ২০২১

অনুবাদকের কথা

মহান সাহাবি মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষমতাগ্রহণের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় বনু উমাইয়ার খিলাফতের শাসন। উমাইয়াদের শাসিত খিলাফতব্যবস্থা বেশ কিছু কারণে বিদ্বেষীদের মিথ্যাচারের শিকার হয়। অন্যায় পক্ষপাতকারী শিয়াগোষ্ঠী এই সাম্রাজ্য নিয়ে প্রথমে মিথ্যাচার শুরু করে এবং নানাভাবে এর শাসকদের ইতিহাসকে কলুষিত করার চেষ্টা করে।

বস্তুত উমাইয়া খিলাফতের ব্যাপ্তিকাল অল্প হলেও ইসলামকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিতে উমাইয়াগণের অবদান অনস্বীকার্য। উমাইয়াদের শাসনামলে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে যেকোনো সময়ের তুলনায় অধিক। মুসলিম ইতিহাসের অন্যতম প্রবাদতুল্য ব্যক্তি উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন উমাইয়া খিলাফতেরই উপহার; কিন্তু পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাসের ফাঁদে পড়ে তাদের অনেক অবদানই রয়ে গেছে ইতিহাসের আড়ালে।

খিলাফতে রাশিদার পরবর্তী সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে ইতিহাসের প্রকৃত সত্য তুলে ধরতে কলম ধরেছেন বিশ্বখ্যাত ইতিহাসগবেষক ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে উসমানি খিলাফত পর্যন্ত সাড়ে ১৩শ বছরের ইতিহাস তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। তার রচিত গ্রন্থাবলি আরবের সীমা ছাড়িয়ে অনারব নানান দেশেও বরিত হয়েছে। অনূদিত হয়ে পৌঁছে গেছে পাঠকের হাতে হাতে। আমাদের দেশেও সাল্লাবি পরিচিত হয়ে উঠেছেন বিগত কয়েক বছরে। তিনি ও তার বইপত্র এখন আর কারও কাছে অপরিচিত কিছু নয়। বিশেষত ইসলামি প্রকাশনা ও বইপুস্তকের সঙ্গে যাদের সংযোগ রয়েছে, তারা এর বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত।

উমাইয়া খিলাফত নিয়ে রচিত এই গ্রন্থটির রচনা তিনি সমাপ্ত করেন ২০০৫ সালে। বিদ্বেষীদের মিথ্যাচারের আঘাতে জর্জরিত উমাইয়া খিলাফতকে নিয়ে এমন একটি নির্ভরযোগ্য এবং গবেষণাসমৃদ্ধ রচনার খুবই প্রয়োজন ছিল। ড. সাল্লাবি ইতিহাসের আকরগ্রন্থগুলো থেকে তুলে এনেছেন উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত ইতিহাস। তুলে ধরেছেন ৪১ হিজরি থেকে ১৩২ হিজরি পর্যন্ত ৯২ বছরের আদ্যোপান্ত; যার সূচনা হয়েছিল ৪১ হিজরিতে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহুর আনহুর হাতে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণের মধ্য দিয়ে এবং সমাপ্তি ঘটে চতুর্দশ খলিফা মারওয়ান ইবনু মুহাম্মদের পতনের মাধ্যমে। দীর্ঘ এই ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ই পাঠকের অজানা।

এই বইটি অনেক শ্রম-সাধনা এবং গবেষণার ফসল। বইয়ের শেষে সংযুক্ত তথ্যপঞ্জিতে ৭৫৩টি বইয়ের তালিকা দেখে সেই কষ্ট, শ্রম এবং সাধনার কিছুটা হলেও পাঠক উপলব্ধি করবেন। উপলব্ধি করবেন কেন ড. সাল্লাবি অধুনাকালে এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। কারও কাজে যদি নিষ্ঠা এবং ইখলাস থাকে, তবে সেই কাজ আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই সমাদৃত করবেন। লেখককে আল্লাহ তাআলা দীর্ঘ হায়াতে তাইয়েবা দান করুন এবং উম্মাহর জন্য কল্যাণকর আরও অনেক কাজ করার তাওফিক দান করুন।

মুহাম্মদ পাবলিকেশন। বয়সে নবীন এই প্রকাশনীর কাজের সংখ্যা দেখলে আপনি নিশ্চয় অবাক হবেন। প্রকাশনা জগতে তাদের সূচনা হয়েছে ইতিহাসকেন্দ্রিক বই প্রকাশের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে মুহাম্মদ পাবলিকেশন পাঠকের নিকট আস্থার ঠিকানায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ড. আলি সাল্লাবি রচিত দীর্ঘ কলেবরের গ্রন্থ *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়্যা : আওয়ামিলু ইজদিহার ওয়া তাদাইয়াতুল ইনহিয়ার* গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ *উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস।* মহান আল্লাহর অনুগ্রহে বাংলাদেশে এই প্রথম উমাইয়া খিলাফতকে নিয়ে এমন নির্ভরযোগ্য ও গবেষণালব্ধ দীর্ঘ কলেবরের বই প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। প্রকাশনীর এমন মহতি উদ্যোগ আল্লাহ তাআলা কবুল করুন এবং পাঠকের নিকট গ্রহণযোগ্য করুন।

বইটির অনুবাদে ছিলাম—মাহদি হাসান, শাহ মুহাম্মদ খালিদ, মাহমুদ আহমাদ, শাহরিয়ার হাসান, মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন, ইলিয়াস আশরাফ, আবদুন নুর সিরাজি, যায়েদ মুহাম্মদ, আহনাফ তাহমিদ এবং হামেদ বিন ফরিদ। সবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ছয় খণ্ডের সুদীর্ঘ এই কাজটি সমাপ্ত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষাসম্পাদনায় শ্রম দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় আবু আলি মোহাম্মদ, কুতুব হিলালী, এবং যায়েদ মুহাম্মদ। তাদের সুচারু সম্পাদনায় বইটির ভাষাগত জটিলতা দূর হয়েছে এবং পাঠকের কাছে তা সুখপাঠ্য হবে বলেই আশা রাখি। এছাড়া বইটিকে নির্ভুল বানানে পাঠকের কাছে উপস্থাপনের জন্য শ্রম দিয়েছেন মাকামে মাহমুদ এবং মুহাম্মদ পাবলিকেশন প্রুফরিডিং টিম।

সবশেষে বইটির পেছনে অগ্রগণ্য অবদান যার, তিনি হলেন মুহাম্মদ পাবলিকেশনের কর্ণধার শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান ভাই। বইটির পেছনে তার পরিশ্রম, দৌড়ঝাঁপ এবং নিষ্ঠা আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। দেখেছি তিনি প্রকাশনীর জন্য কতটা নিবেদিত। আল্লাহ তার এই শ্রম ও নিষ্ঠার উত্তম বদলা দান করুন এবং মুহাম্মদ পাবলিকেশনকে নিয়ে তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করুন।

পরিশেষে পাঠকের নিকট দুআর আবেদন, আল্লাহ তাআলা এই বই কবুলিয়াতের চাদরে মুড়িয়ে দিন, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম ও প্রচেষ্টা আখিরাতের সঞ্চয় হিসেবে কবুল করুন, তাদের উত্তম বদলা দান করুন এবং সকল ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন। বান্দা পারে চেষ্টা করতে কিন্তু পূর্ণতা দেওয়ার ক্ষমতা তো কেবল আল্লাহর।

অনুবাদকদের পক্ষে

—মাহদি হাসান

ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি

অনন্য ইতিহাসবিদ

ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি একজন প্রথিতযশা ইসলামি ফকিহ, লেখক, ইতিহাসগবেষক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ১৯৬৩ সালে লিবিয়ার রাজধানী বেনগাজিতে তার জন্ম। গাদ্দাফির ক্ষমতাকালে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি লিবিয়া ত্যাগ করেন। ৯০ দশকে সৌদি আরব এবং সুদানে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আধ্যাত্মিক নেতা ইউসুফ আল কারজাবির তত্ত্বাবধানে কাতারে অধ্যয়ন করেন। ১৪১৩-১৪ হিজরি—১৯৯২-৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ এবং উসুলুদ্দিন বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে লিসান্স ডিগ্রি লাভ করেন।

১৪১৭ হিজরি—১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে সুদানের উম্মু দুরমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তাফসির এবং উলুমুল কুরআন বিভাগ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তার গ্রন্থ 'ফিকহুত তামকিনি ফিল কুরআনিল কারিম'-এর মাধ্যমে তিনি ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে উম্মু দুরমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। চার খলিফায়ে রাশিদার জীবনী, উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস, আব্বাসি খিলাফতের ইতিহাস এবং উসমানি খিলাফতের ইতিহাসের মতো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের পাশাপাশি তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশেরও অধিক এবং সবকটি গ্রন্থই ইসলামি বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তার রচিত গ্রন্থগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। তার রচনার বিষয়বস্তু এবং বর্ণনাধারা সম্বন্ধে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি আরবের খ্যাতিমান একজন ইতিহাস লেখক। ইসলামি দুনিয়ার ইতিহাসকে কলমের আঁচড়ে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে উসমানি খিলাফত পর্যন্ত

সময়কালের বিভিন্ন ব্যক্তি, সাম্রাজ্য ও খিলাফতকে নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার রচিত গ্রন্থাবলি আরবের সীমা ছাড়িয়ে অনারব নানান দেশে বরিত হয়েছে। অনূদিত হয়ে পৌঁছে গেছে পাঠকের হাতে হাতে। আমাদের দেশেও সাল্লাবি পরিচিত হয়ে উঠেছেন বিগত কবছরে। তিনি ও তার বইপত্র এখন আর অপরিচিত কোনো বিষয় নয়। বিশেষত ইসলামি প্রকাশনা ও বইপুস্তকের সাথে যাদের নিবিড় সংযোগ রয়েছে, তারা এর বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারবেন।

ইতিহাস নিয়ে অনেক আরব আলিমই লেখালেখি করছেন। বইপত্র রচনা করছেন। তাদের সবাই কিন্তু সাল্লাবির মতো বৈশ্বিকভাবে গুরুত্ব পাননি। ব্যতিক্রম দু-একজনের কথা বাদ দিলে আরবের সীমানা পেরিয়ে অনারব ভূমিতেও তাদের রচনাকে বরণ করে নেওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়নি। এর দ্বারা বোঝা যায়, নিশ্চয়ই সাল্লাবির রচনায় এমন কোনো বিশেষত্ব রয়েছে, যা তাকে অন্যদের থেকে সহজেই আলাদা করেছে। ১০ জনের ভিড়ে তাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছে। সেই বিশেষত্বগুলোই আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করব :

ক. তিনি অন্যান্য ইতিহাস-লেখকের মতো ঘটনার পর ঘটনাকে সাজিয়েই ক্ষান্ত হন না; বরং ঘটনা বলার ভেতর দিয়ে ঘটনার পেছনের অনুঘটককেও তিনি উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেন। ফলে প্রতিক্রিয়াকে তার মূলক্রিয়া সমেত জানাটা পাঠকের জন্য সহজ হয়ে যায়। এতে বাহ্যিক ঘটনাবলি জানার সাথে সাথে উহ্য থাকা রহস্যও উন্মোচিত হয় পাঠকের সামনে, যা পাঠককে বিষয়ের গভীরে গিয়ে পুরো ব্যাপারটি বুঝতে সহায়তা করে।

খ. ইতিহাসের প্রতিটি চরিত্রকে তিনি গভীর থেকে বিশ্লেষণ করেন। কুরআন-হাদিসের দর্পণে ফেলে খুঁটে খুঁটে তাকে যাচাই করেন। কোন গুণগুলো তাকে ইতিহাসে মহিমান্বিত করল সেটি তুলে আনার চেষ্টা করেন। এটি কেমন যেন সাগর সেঁচে মুক্তো আহরণ করার মতোই শ্রমসাধ্য ও তীক্ষ্ণমেধার কাজ। কারণ, এসব গুণাবলি খুঁজে খুঁজে বের করার পর সেগুলোর মধ্য থেকে উত্তম গুণটি আবার তিনি কুরআন-হাদিসের আলোকে প্রমাণ করেন। আর এই কাজের জন্য নুসুসের বিস্তৃত জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

গ. সাল্লাবি মূলত ইসলাম ও মুসলিম দুনিয়ার ইতিহাস নিয়ে কাজ করেন। আর এটি তো সর্বজনবিদিত, মুসলিম দুনিয়ার ইতিহাস বিভিন্ন অমুসলিম ও তাদের চিন্তাধারাপুষ্ট কিছু নামধারী মুসলিমের হাতে কখনো কখনো কলুষিত

হয়েছে। তারা ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করেছে। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্যের চাদরে ঢাকার চেষ্টা করেছে। সেসব মিথ্যা আবার একজন থেকে অন্যজন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আরও বহু জায়গায়। তো সাল্লাবি এ সকল ক্ষেত্রে শুধু সঠিক ও সত্যটি তুলে ধরেই ক্ষান্ত হন না; বরং ভুল, মিথ্যা আর বিকৃতিগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। এই কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজনবোধে মিথ্যাচারী ও বিকৃতিকারীদের নামধাম ও বইপুস্তকের হদিস দিতেও তিনি দ্বিধা করেন না। নিঃসন্দেহে এটি তার সৎসাহস ও সত্যের প্রতি ভালোবাসার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ঘ. সাল্লাবি ইতিহাসে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনার সফলতা ও ব্যর্থতার পেছনের কারণ অনুসন্ধান করেন। এর জন্য তিনি সহায়তা নেন ইলমে ওহির। কুরআন-হাদিসের নির্দেশনাকে মাপকাঠি বানিয়ে তিনি ইতিহাসের সেসব উপাখ্যানকে বিচার করেন। কোনো বিষয়ের অভাব বা পরিপূর্ণতা ইতিহাসের কোন অংশের ব্যর্থতা বা সফলতার নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে, তা তিনি পাঠকের সামনে হাজির করার চেষ্টা করেন। ফলে তার বইগুলো আর প্রচলিত ধারার ইতিহাসগ্রন্থের মতো থাকে না; বরং তা সাধারণ ইতিহাসের ধারাবর্ণনাকে ছাপিয়ে হয়ে ওঠে এরচেয়ে বেশি কিছু। কখনো দেখা যায় ইতিহাসের চিত্রপরম্পরাকে নকশায়িত করার তুলনায় তার এমন ধরনের নিরীক্ষণের পরিমাণই বেশি হয়ে যায়। এর বেশ ভালো কিছু দিক থাকলেও যেসব পাঠক এমন ধারার সাথে পূর্বপরিচিত নন, কখনো কখনো এটি তাদের বিরক্তিরও কারণ হয়ে ওঠে।

এসব বিষয়কে সামনে রাখলে পরিস্ফুট হয়, সাল্লাবি প্রচলিত ধারার ইতিহাস-লেখক নন। তার বইগুলোও প্রচলিত ধারার ইতিহাসগ্রন্থ নয়। বরং নানান দিক বিবেচনায় সাল্লাবির ইতিহাসের বইতে প্রচলিত ধারার বিপরীত আমরা কিছু অনন্যতা ও ব্যতিক্রমরূপের দেখা পাই, যা তাকে ইতিমধ্যে ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

রচনা-পদ্ধতির এই ব্যতিক্রমী রূপের কারণে সাল্লাবিকে অনেক সময় অন্য লেখকদের সমালোচনার পাত্রও হতে হয়েছে। তারা আপত্তির তির ছুড়েছেন এই বলে যে, ইতিহাসে ধর্মবিশ্বাসের অনুপ্রবেশের কী প্রয়োজন? ইতিহাসের সাথে নেতৃবৃন্দের গুণাবলির কী সম্পর্ক? শরিয়া প্রতিষ্ঠা হলো কি না এর সঙ্গে ইতিহাসের সম্পৃক্ততা কী?

এমন প্রশ্নে সাল্লাবি ভড়কে যাননি। তিনি আত্মবিশ্বাস নিয়েই এসব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, ইসলামি ইতিহাস এবং তার

ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে লেখালেখির নীতিমালা মৌলিকভাবে ইসলামি ভাবনার ওপর নির্ভরশীল। ইসলামি আকিদা এবং তার চাহিদাসমূহই হবে তার নীতিমালা প্রণয়নের, ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা করার এবং তার ওপরে যেকোনো সিদ্ধান্ত দেওয়ার মূলস্তম্ভ।

সাল্লাবি বলেন, ইসলামি ইতিহাস লিপিবদ্ধকারী এবং ব্যাখ্যাকারীদের জন্য আবশ্যক কিছু শর্ত হচ্ছে, শরয়ি উৎসসমূহের সাহায্য নেওয়া, ইসলামি আকিদা উপলব্ধি করা এবং তা আঁকড়ে ধরা; সেইসাথে যারা তা আঁকড়ে ধরে তাদের ওপর প্রভাবিত আদর্শ লালন করা। যখন এর কোনো একটিতে বিচ্যুতি ঘটবে, তখন তার গবেষণা হবে অসম্পূর্ণ, কৃত্রিম এবং গবেষকের সাথে সম্পৃক্ত সামাজিক এবং চিন্তাধারাগত অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত। এজন্যই সমসাময়িক অনেকের গ্রন্থের মধ্যে অনেক প্রমাদ হয়েছে। কিছু বিচ্যুতির জন্য দায়ী হলো শরয়ি উৎসের দিকে তাদের প্রত্যাবর্তনের সীমাবদ্ধতা। আর কিছু ভুলের জন্য দায়ী হচ্ছে তাদের চিন্তাচেতনার অস্পষ্টতা এবং ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা না থাকা।

ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কুরআনি-পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করে থাকেন। এই বিষয়ে তার ভাষ্য হচ্ছে, ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমি সেই নীতিই অবলম্বন করেছি, যেভাবে কুরআনে ঘটনাসমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এজন্যই আমি নেতা এবং শীর্ষস্থানীয়দের গুণ বর্ণনা, আকিদাগত মাসআলা বিশ্লেষণ এবং যে সমস্ত মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জাতি উজ্জীবিত হয়েছে, সেগুলো স্পষ্ট করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছি। উদাহরণসহ এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত বিবরণ পাঠক বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে প্রদত্ত লেখকের ভূমিকাটি পড়ে জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

আবদুল্লাহ আল-মাসউদ
লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক

উমাইয়া পরিবারের ঐতিহাসিক শিকড়

প্রথম অধ্যায়

মুআবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান রাদি.-এর
জন্ম থেকে খিলাফতে রাশিদার সমাপ্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ : নাম, বংশ, উপনাম এবং পরিবার
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আবু বকর, উমর এবং উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমের খিলাফতকালে বনু উমাইয়া এবং মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আমিরুল মুমিনিন আলি রাদি.-এর শাসনামলে মুআবিয়া রাদি.-এর ভূমিকা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত গ্রহণ,
তার উল্লেখযোগ্য গুণাবলি এবং তার প্রশংসায় আলিমদের উক্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ : মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত গ্রহণ, তার উল্লেখযোগ্য গুণাবলি এবং তার প্রশংসায় আলিমদের উক্তি
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে উম্মাহর সঙ্গে মুআবিয়ার সম্পর্ক

তৃতীয় অধ্যায়

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবি, তাদের সন্তান এবং বনু হাশিমের সদস্যদের সাথে সদাচারণ

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সরাসরি তত্ত্বাবধান এবং শাসিত অঞ্চলে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সামাজিক জীবন ও ইলমের ময়দানে তার অবদান
চর্তুথ পরিচ্ছেদ : মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে খারিজি সম্প্রদায়
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে অর্থব্যবস্থা
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মুআবিয়া ও উমাইয়া যুগের বিচারব্যবস্থা
সপ্তম পরিচ্ছেদ : মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলের পুলিশ বিভাগ
অষ্টম পরিচ্ছেদ : মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলের প্রশাসক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

চতুর্থ অধ্যায়

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর
শাসনামলের বিজয়াভিযান

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে উত্তর আফ্রিকার বিজয়সমূহ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উমাইয়া সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে বিজয়াভিযানসমূহ
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মুআবিয়ার বিজয়সমূহে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, নিদর্শন ও অর্জনসমূহ
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ এবং মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু

তৃতীয় খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়

ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার সময়কাল

প্রথম পরিচ্ছেদ : নাম, উপনাম, বংশ, জীবনযাপন ও খিলাফতগ্রহণ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হুসাইন ইবনু আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুফা গমন
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তাৎপর্যপূর্ণ কিছু শিক্ষা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হাররার যুদ্ধ (৬৩ হিজরি)
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ইয়াজিদের শাসনামলে আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আন্দোলন
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ইয়াজিদের মৃত্যু এবং তার পুত্র মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদের খিলাফত

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমিরুল মুমিনিন
আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরের শাসনকাল

প্রথম পরিচ্ছেদ : নাম, উপনাম, বংশ, বেড়ে ওঠা এবং বাইআত
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মারওয়ান ইবনুল হাকামের বিদ্রোহ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আবদুল মালিক এবং ইবনু জুবাইর পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাত
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর রাদি.-এর যুগের পরিসমাপ্তি

সপ্তম অধ্যায়

আমিরুল মুমিনিন
আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের শাসনামল

প্রথম পরিচ্ছেদ : খারিজি বিদ্রোহ দমন
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আবদুর রহমান ইবনুল আশআসের বিদ্রোহ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আবদুল মালিকের সময়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা

চতুর্থ খণ্ড

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আবদুল মালিকের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বিচারব্যবস্থা ও পুলিশ বিভাগ
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আবদুল মালিকের শাসনামলে আলিম এবং কবিগণ

অষ্টম অধ্যায়

খলিফা আবদুল মালিক, ওয়ালিদ এবং সুলাইমানের
খিলাফতকালের অব্যাহত বিজয়ধারা

প্রথম পরিচ্ছেদ : রোম সাম্রাজ্যের শহরগুলো বিজয়
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেনের বিজয়ধারা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রাচ্যের বিজয়ধারা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : খলিফা আবদুল মালিক, ওয়ালিদ ও সুলাইমানের খিলাফতকালের বিজয়ধারা গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কিছু শিক্ষণীয় বিষয়
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : পরবর্তী খলিফা নিয়োগ, সন্তানদের প্রতি আবদুল মালিকের অসিয়ত, তার মৃত্যু এবং সাইদ ইবনুল মুসাইয়িবের অবস্থান
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিকের খিলাফত (৮৬-৯৬ হিজরি)
সপ্তম পরিচ্ছেদ : সুলাইমান ইবনু আবদুল মালিকের খিলাফত (৯৬-৯৯ হিজরি)

নবম অধ্যায়

আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনু
আবদুল আজিজের শাসনকাল

প্রথম পরিচ্ছেদ : জন্ম ও খিলাফত
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উমর ইবনু আবদুল আজিজের গুণাবলি এবং সংস্কার কর্ম
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদার প্রতি উমর ইবনু আবদুল আজিজের গুরুত্ব প্রদান

পঞ্চম খণ্ড

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শিয়া, খারিজি, কাদরিয়্যা, মুরজিয়া ও জাহমিয়্যাদের ব্যাপারে উমরের অবস্থান
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : উমর ইবনু আবদুল আজিজের সামাজিক জীবন এবং ইলম ও দাওয়াতের ময়দানে তার অবদান
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : উমর ইবনু আবদুল আজিজের অর্থনৈতিক সংস্কার
সপ্তম পরিচ্ছেদ : উমর ইবনু আবদুল আজিজের শাসনামলের বিচারব্যবস্থা এবং তার কিছু ফিকহি ইজতিহাদ
অষ্টম পরিচ্ছেদ : উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ, তার প্রশাসনিক দক্ষতা, শেষ জীবন ও মৃত্যু

দশম অধ্যায়

আবদুল মালিকের দুই সন্তান

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিক

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হিশাম ইবনু আবদুল মালিক
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হিশামের আমলে প্রশাসনিক ও আর্থিক নীতি
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হিশাম ইবনু আবদুল মালিকের আমলের বিদ্রোহ
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : হিশাম ইবনু আবদুল মালিক-এর আমলে বিজয়সমূহ

একাদশতম অধ্যায়

উমাইয়া খিলাফতের পতন

প্রথম পরিচ্ছেদ : খলিফা ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিকের শাসনকাল (দ্বিতীয় ওয়ালিদ)
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইয়াজিদ ইবনু ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিক
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইবরাহিম ইবনুল ওয়ালিদ
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মারওয়ান ইবনু মুহাম্মদ : উমাইয়া সাম্রাজ্যের শেষ খলিফা
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আব্বাসি মিশন ও উমাইয়া সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : উমাইয়া সাম্রাজ্য পতনের কারণসমূহ

সূ চি প ত্র

উমাইয়া পরিবারের ঐতিহাসিক শিকড় ৫৯
এক. বনু হাশিম এবং বনু উমাইয়ার মধ্যকার সুসম্পর্কের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য ৫৯
দুই. ইসলামি দাওয়াতের প্রতি বনু উমাইয়ার অবস্থান ৬৩
তিন. ইসলামি দাওয়াতের শুরুতেই বনু উমাইয়া থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ৬৬
চার. বনু হাশিম এবং বনু উমাইয়ার মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক ৬৭

প্রথম অধ্যায়

মুআবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান রাদি.-এর
জন্ম থেকে খিলাফতে রাশিদার সমাপ্তি-৬৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশ, উপনাম এবং পরিবার ৭১
এক. নাম, বংশ, উপনাম এবং জন্ম ৭১
দুই. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণ ৭২
তিন. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাতা হিন্দা বিনতে উতবা ইবনু রবিআ ৭৪
চার. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাইবোন ৭৭
১. ইয়াজিদ ইবনু আবু সুফিয়ান ৭৭
এই উপদেশ থেকে প্রাপ্ত কিছু উপকারী শিক্ষা ৭৯
২. উতবা ইবনু আবু সুফিয়ান ৮৪
৩. আমবাসা ইবনু আবু সুফিয়ান ৮৫
৪. উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান ৮৫
৫. উম্মুল হাকাম বিনতে আবু সুফিয়ান ৮৭
৬. আজ্জা বিনতে আবু সুফিয়ান ৮৮

৭. উমাইমা বিনতে আবু সুফিয়ান ৮৮
পাঁচ. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততি ৮৯
১. মাইসুন বিনতে বাহদাল আল-কালবি ৮৯
২. ফাখিতাহ্ বিনতে করাজা ৯০
৩. কানুদ বিনতে করাজা ৯০
৪. নায়িলা বিনতে উমারা আল-কালবিয়্যাহ ৯০
ছয়. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণ এবং তার মর্যাদা ৯১
১. পবিত্র কুরআনের আলোকে তার মর্যাদা ৯১
২. হাদিসের আলোকে তার মর্যাদা ৯২
সাত. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস বর্ণনা ৯৫
আট. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসা এবং নিন্দামূলক বানোয়াট হাদিসসমূহ ১০০
১. প্রশংসামূলক বানোয়াট হাদিসসমূহ ১০০
২. নিন্দামূলক বানোয়াট হাদিসসমূহ ১০২
৩. নবিজির জীবদ্দশায় বনু উমাইয়ার ভূমিকা ১০৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবু বকর, উমর এবং উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমের খিলাফতকালে বনু উমাইয়া এবং মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ১০৭
এক. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে ১০৭
দুই. উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে ১১৩
১. উদ্ভাসিত হলো যখন মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাগ্যতারকা ১১৩
২. দামেশক, বালবেক এবং বাল্কা অঞ্চলের দায়িত্বগ্রহণ ১১৫
৩. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বিশাল সংবর্ধনা এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অসন্তুষ্টি ১১৭
৪. শাম অঞ্চলে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রচেষ্টা ১২০
তিন. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে ১২২
১. হাবিব ইবনু মাসলামা আল-ফিহরির বিজয়াভিযানসমূহ ১২৩
২. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্থল অভিযানসমূহ ১২৫
৩. সামুদ্রিক যুদ্ধের জন্য উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুমতি কামনা ১২৭
৪. সাইপ্রাস অভিযান ১২৮

৫. সাইপ্রাস অধিবাসীদের আত্মসমর্পণ এবং সন্ধি প্রার্থনা ১৩১
৬. শামের ইসলামি নৌবাহিনীর অধিনায়ক আবদুল্লাহ ইবনু কাইস ১৩১
৭. সাইপ্রাস অধিবাসীদের চুক্তিভঙ্গ ১৩৪
৮. অবাধ্য ব্যক্তিরা আল্লাহ তাআলার কাছে অতি তুচ্ছ ১৩৫
৯. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক উবাদা ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাইপ্রাসের গনিমত বণ্টনের দায়িত্বপ্রদান ১৩৬
১০. আবু জর গিফারি এবং মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যকার মতবিরোধের প্রকৃত বয়ান এবং উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান ১৩৭
১১. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে আত্মীয়স্বজনকে অর্থ প্রদানের অপবাদ ১৪৩
১২. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কি স্বজনপ্রীতি করে তার কোনো আত্মীয়কে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন? ১৪৬
১৩. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডের ফিতনার কারণসমূহ ১৫১
১. সম্পদের প্রাচুর্য, সচ্ছলতা এবং সমাজে এর প্রভাব ১৫৩
২. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে সামাজিক পরিবর্তনের ধারা ১৫৫
৩. নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব ১৫৬
৪. সমাজের সদস্যদের মিথ্যা গুজব গ্রহণ করার মানসিক প্রস্তুতি ১৫৭
৫. উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরপরই উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত লাভ ১৫৮
৬. বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অগ্রগণ্য সাহাবিগণের মদিনা ত্যাগ ১৫৯
৭. জাহিলি গোত্রপ্রীতি ১৬০
৮. প্রাকৃতিক অথবা মানবিক কারণে বিজয়াভিযান স্থগিত হয়ে যাওয়া ১৬১
৯. হালালকে হারাম করার মাধ্যমে পরহেজগারির ভুল দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হওয়া ১৬২
১০. উচ্চাভিলাষী নতুন এক প্রজন্মের আবির্ভাব ১৬২
১১. একদল বিদ্বেষী বিচ্ছিন্নতাবাদী ব্যক্তির উদ্ভব ১৬৩
১২. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলার মোক্ষম ষড়যন্ত্র ১৬৪
১৩. লোকদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে বিভিন্ন পদ্ধতি এবং মাধ্যমের ব্যবহার ১৬৫
১৪. ফিতনাকে সচল করতে আবদুল্লাহ ইবনু সাবার ভূমিকা ১৬৬
ফিতনার সময় মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান ১৭০
প্রথম বৈঠক ১৭১
দ্বিতীয় বৈঠক ১৭৫
উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ড এবং সাহাবা কিরামের অবস্থান ১৮৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমিরুল মুমিনিন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর
শাসনামলে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভূমিকা ১৯৩
এক. উসমান হত্যার কিসাস গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে সাহাবিগণের মতানৈক্য ১৯৫
দুই. ৩৭ হিজরির সিফফিন যুদ্ধ ১৯৭
যুদ্ধপূর্ব ধারাবাহিক ঘটনাবলি— ১৯৭
১. উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক উসমান রাদিয়াল্লাহুর আনহুর
রক্তাক্ত জামাটি নুমান ইবনু বশির মারফত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু
ও শামবাসীর কাছে প্রেরণ ১৯৭
২. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইআত গ্রহণ না করার নেপথ্যে ১৯৯
৩. আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর জবাবি চিঠি ২০৬
৪. শাম অভিযানের লক্ষ্যে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রস্তুতি ২০৭
৫. জঙ্গে জামালের পর মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ ২০৮
৬. আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাম অভিমুখে যাত্রা ২১০
৭. সিফফিন অভিমুখে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ২১১
৮. পানির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যুদ্ধ ২১৩
৯. দুপক্ষের মধ্যকার অঙ্গীকার ও সমঝোতা চেষ্টা ২১৪
তিন. যুদ্ধের সূচনা ২১৬
১. যুদ্ধের প্রথম দিন ২১৬
২. যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন ২১৮
৩. লাইলাতুল হারির ও জুমার দিন ২২০
৪. সালিসের আহ্বান ২২১
৫. আম্মার ইবনু ইয়াসিরের শাহাদত ও মুসলিম জনমনে এর প্রভাব ২২৭
৬. আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী কে? ২৩৪
৭. যুদ্ধে উভয় পক্ষের পারস্পরিক সদাচরণ ২৩৬
৮. বন্দিদের সঙ্গে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সৌজন্যবোধ ২৩৮
৯. যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা ২৩৯
১০. নিহতদের খোঁজখবর নেওয়া এবং তাদের প্রতি আলি
রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহানুভূতি ২৪০
১১. রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কঠোর অবস্থান ২৪১
১২. সিফফিনে আমর ইবনুল আসকে নিয়ে বানোয়াট কাহিনি ২৪২
১৩. সিফফিন থেকে ফেরার পথে গোরস্থান হয়ে আলি রাদিয়াল্লাহু
আনহুর অতিক্রমণ ২৪৪

১৪. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘাতকদের যুদ্ধ জারি রাখার চেষ্টা ২৪৪
১৫. আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালাগালি ও শামবাসীকে লানত করতে নিষেধ করতেন ২৪৫
চার. সালিশ ২৪৬
পাঁচ. সালিশি চুক্তিপত্রের পাঠ ২৪৮
ছয়. সালিশ সম্পর্কিত একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা ও তার অসত্যতা ২৫০
সাত. ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর দ্বন্দ্ব নিরসনে কি সালিশ নির্ধারণের ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়? ২৬৪
আট. এ যুদ্ধগুলোর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান ২৬৫
নয়. সিফফিন যুদ্ধের পর মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে পটপরিবর্তন ২৭৩
দশ. আমিরুল মুমিনিন আলি ও মুআবিয়ার মধ্যকার সন্ধিচুক্তি ২৭৫
এগারো. আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত এবং মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই সংবাদ প্রাপ্তি ২৭৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ২৮০
১. হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে থাকা শরয়ি মনোনয়ন ২৮২
২. হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান ও নেতৃত্বসুলভ যোগ্যতা ২৮৩
৩. হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর দলে থাকা নেতৃস্থানীয় মহান ব্যক্তিত্বগণ ২৮৫
৪. ইরাকবাসীর স্বভাব সম্পর্কে তার জানাশোনা ২৮৫
৫. আমর ইবনুল আস ও মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমার পক্ষ থেকে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শক্তি পর্যবেক্ষণ ২৮৬
এক. সন্ধির গুরুত্বপূর্ণ ধাপসমূহ ২৮৭
দুই. সন্ধির পথ অবলম্বনের বিশেষ কিছু কারণ ২৮৯
১. আল্লাহর কাছে রক্ষিত প্রতিদানপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ও উম্মাহর পুনর্গঠনের ইচ্ছা ২৮৯
২. হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য রাসুল সা.-এর দুআ ২৮৯
৩. মুসলিমদের রক্তের সুরক্ষা ২৯০
৪. উম্মাহর ঐক্যের ব্যাপারে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঐকান্তিক বাসনা ২৯০
৫. আমিরুল মুমিনিন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদত ২৯০
৬. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যক্তিত্ব ২৯১
৭. ইরাকি সেনাবাহিনী এবং কুফাবাসীর মাঝে বিদ্যমান অরাজক পরিস্থিতি ২৯২
৮. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর শক্তিমত্তা ২৯২

তিন. সন্ধির শর্তাবলি ২৯৩
১. কুরআন, সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশিদিনের সিরাত অনুযায়ী আমল করতে হবে ২৯৩
২. সম্পদ ২৯৩
৩. রক্ত ও প্রাণের সুরক্ষা ২৯৪
৪. পরবর্তী খলিফা নির্ধারণে স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করা হবে নাকি মজলিসে শুরার কাছে এর ভার ন্যস্ত করা হবে? ২৯৫
চার. সন্ধির ফলাফল ২৯৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত গ্রহণ, তার উল্লেখযোগ্য গুণাবলি এবং তার শাসনপদ্ধতি-২৯৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত গ্রহণ, তার উল্লেখযোগ্য গুণাবলি এবং তার ব্যাপারে আলিমদের প্রশংসা ২৯৯
এক. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত ২৯৯
১. খিলাফতে রাশিদার সমাপ্তি ৩০৩
২. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কি বারো খলিফার অন্তর্ভুক্ত? ৩০৯
দুই. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিশেষ গুণাবলি ৩১১
১. ইলম ও ফিকহ ৩১১
২. ক্ষমা ও সহনশীলতা ৩১৮
৩. কুশলী প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা ৩২৩
৪. সীমাহীন মেধা এবং অকল্পনীয় অনুধাবন ক্ষমতা ৩২৯
৫. বিনয় ও খোদাভীতি ৩৩৭
৬. আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন ৩৩৮
তিন. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসায় উলামায়ে কিরাম ও খাইরুল কুরুনে উমাইয়া শাসনামলের অন্তর্ভুক্তি ৩৪০
১. উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩৪০
২. আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩৪১
৩. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ৩৪১
৪. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ৩৪২
৫. সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩৪২

৬. আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩৪২
৭. আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩৪৩
৮. সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহ ৩৪৩
৯. আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রাহিমাহুল্লাহ ৩৪৩
১০. উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ ৩৪৪
১১. মুআফি ইবনু ইমরান ৩৪৪
১২. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ ৩৪৪
১৩. রবি ইবনু নাফে আল-হালাবি ৩৪৫
১৪. ইবনু আবিল ইজ্জ আল-হানাফি ৩৪৫
১৫. কাজি ইবনুল আরাবি আল-মালিকি ৩৪৫
১৬. ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ ৩৪৬
১৭. ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ ৩৪৬
১৮. ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ ৩৪৭
১৯. ইবনু খালদুন রাহিমাহুল্লাহ ৩৪৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে উম্মাহর সঙ্গে মুআবিয়ার সম্পর্ক ৩৫৩
এক. খলিফার দায়িত্ব ও আবশ্যকীয় কর্তব্য ৩৫৩
দুই. খলিফার প্রাপ্য অধিকার ৩৫৫
তিন. উমাইয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং শামের ফজিলত সম্পর্কে নবিজির হাদিসসমূহ ৩৫৭
চার. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ ৩৬৪
১. আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের অর্থ নির্ধারণে ফকুহাহে উম্মতের অভিমত ৩৬৫
পাঁচ. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে শুরাব্যবস্থা ৩৬৯
ছয়. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে বাকস্বাধীনতা ৩৭৪
১. আবু মুসলিম আল-খাওলানি রাহিমাহুল্লাহ ৩৭৫
২. কবি ফারাজদাকের নিন্দা ৩৭৭
৩. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মজলিসে উম্মু সিনান বিনতু খাইসামা ৩৭৮

তৃতীয় অধ্যায়

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে
অভ্যন্তরীণ রাজনীতি-৩৮১

প্রথম পরিচ্ছেদ

বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবি, তাদের সন্তান এবং
বনু হাশিমের সদস্যদের সাথে সদাচরণ ৩৮২
এক. খিলাফত হস্তান্তরের পর হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে
মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্ক ৩৮৩
দুই. হাসান ইবনু আলি ও আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার
সঙ্গে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্ক ৩৮৬
তিন. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে মুআবিয়া
রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্ক ৩৮৭
চার. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কি উমাইয়াদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে
আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিন্দার প্রচলন করেছিলেন? ৩৮৯
পাঁচ. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হাসান রাদিয়াল্লাহু
আনহুকে বিষ প্রয়োগ ৩৯৬
ছয়. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের ব্যাপারে মুআবিয়া
রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান ৪০০
সাত. হুজর ইবনু আদি হত্যার ঘটনা ৪০২
১. হুজর ইবনু আদি ও তার সঙ্গীদের বিষয়ে মুআবিয়া
রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফয়সালা ৪০৮
২. হুজর ইবনু আদি হত্যায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার অবস্থান ৪১২
৩. হুজর ইবনু আদি হত্যায় মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুশোচনা ৪১৩
৪. মালিক ইবনু হুবাইরা আস সাকুনির সঙ্গে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু
আনহুর আচরণ ৪১৪
৫. হুজরের শোকে রচিত মার্সিয়া ৪১৫

এক. সামাজিক জীবনে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩৯
১. মুআবিয়া এবং আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মধ্যকার সম্পর্ক ৩৯
২. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মীমাংসা ৩৯
৩. আমার অধিকারই বেশি ৪০
৪. সে তো আমাকেই আমার মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছে ৪০
৫. বনু উমাইয়ার এক কবিকে দেওয়া মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপদেশ ৪০
৬. বসরায় আমার ঘর নয়, বলুন পুরো বসরাই আমার ঘর ৪১
৭. আমি জানতাম, সে অসুস্থ হয়ে পড়বে ৪১
৮. আপনি আমার লোকমার মধ্যে চুল দেখে ফেলেছেন? ৪২
৯. আপনি আবায়া নয়, আবায়া পরিহিত ব্যক্তির সাথে কথা বলছেন ৪২
১০. আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যাকে রেখেছেন সেই তোমার স্বামী হয়েছে ৪২
১১. বুদ্ধিমান লোকেরা বিনোদন পছন্দ করে; কথাটি কি সঠিক? ৪৩
১২. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঋণ পরিশোধ ৪৪
১৩. নাগরিকদের প্রয়োজন পূরণ ৪৪
১৪. পুণ্যবানদের মৃত্যুতে ভারাক্রান্ত মন ৪৫
১৫. মসজিদ সম্প্রসারণ ও জলাধার রক্ষণাবেক্ষণ ৪৫
১৬. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে ঘোড়দৌড় ৪৬
১৭. হাজি ও রোজাদারদের মেহমানদারি ৪৭
১৮. আল্লাহ তাআলা তোমার চেয়েও ক্ষমতাবান ৪৭
দুই. ইলমের ময়দানে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবদান ৪৭
১. ইতিহাস ৪৮
২. ভাষা ও কাব্য সাহিত্য ৪৯
৩. প্রায়োগিক বিদ্যা ৫৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে খারিজি সম্প্রদায় ৫৬
প্রথম মূলনীতি ৫৭
দ্বিতীয় মূলনীতি ৫৮
এক. কুফায় খারিজিদের কার্যক্রম ৫৯
১. ফারওয়া ইবনু নাওফাল আল-আশজায়ির বিদ্রোহ ৫৯
২. মুসতাওরিদ ইবনু উল্লাফা আত-তামিমির আন্দোলন ৬১
দুই. বসরায় খারিজিদের কার্যক্রম ৬৩
১. ইয়াজিদ আল-বাহিলি ও সাহম আল-হুজাইমির আন্দোলন ৬৩

২. কুরাইব আল-আজদি ও জাহহাফ আত-তায়ির আন্দোলন ৬৪
৩. উরওয়া ইবনু উদাইয়াহ আল-খারিজি ৬৫
৪. মিরদাস ইবনু উদাইয়ার আন্দোলন ৬৬
তিন. কিছু শিক্ষণীয় বিষয় ৬৮
খারিজিদের বিরুদ্ধে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু
কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা ৬৮
১১. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যুগে খারিজি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ৭১
১২. খারিজিদের পক্ষে আবু বাকরা সাকাফি রাদিয়াল্লাহু আনহুর
সুপারিশ ও মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে করা নসিহত ৭৩
১৩. খারিজিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আবেগের ব্যবহার ৭৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে অর্থব্যবস্থা ৭৫
এক. রাজস্বখাত ৭৫
১. জাকাত ৭৫
২. জিজিয়া ৭৭
৩. খারাজ তথা ভূমিকর ৮০
৪. উশর ৮৩
৫. সাওয়াফি ও খাস জমি ৮৫
৬. গনিমত ৮৮
দুই. সাম্রাজ্যের ব্যয়ের খাত ৮৯
১. সামরিক খাত ৮৯
১. মিসর ৯০
২. শাম ৯১
৩. ইরাক ৯১
২. প্রাতিষ্ঠানিক খরচাদি ৯২
৩. জাকাত ব্যয়ের খাত ৯৩
৪. মালে ফাই ব্যয়ের খাত ৯৪
৫. উশর ব্যয়ের খাত ৯৪
৬. দুঃস্থভাতা ও সামাজিক অনুদান ৯৪
তিন. কৃষিব্যবস্থার প্রতি সাম্রাজ্যের গুরুত্বারোপ ৯৫
চার. দেশি-বিদেশি ব্যবসা-বাণিজ্য ১০১
পাঁচ. পেশা ও শিল্প ১০৫

ছয়. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকালে আর্থিক বিষয়ে উত্থাপিত কিছু সংশয় নিরসন ১০৮
১. কিছু অঞ্চলে কর আদায়ের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন ও ভাতা প্রদানে অসামঞ্জস্য ১০৮
২. মনোরঞ্জন ও সমর্থন পেতে সম্পদের ব্যবহার ১১৭
৩. উমাইয়াদের প্রাচুর্যময় জীবনযাপন ১১৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মুআবিয়া ও উমাইয়া যুগের বিচারব্যবস্থা ১২৩
এক. খুলাফায়ে রাশিদিনের সঙ্গে উমাইয়া শাসনামলের যুগসূত্র ১২৩
দুই. বিচারকার্যক্রম থেকে খলিফাদের অব্যাহতি ১২৪
তিন. বিচারকদের বেতনভাতা ১২৬
চার. রায় লিপিবদ্ধকরণ ও সাক্ষীগ্রহণ ১২৭
পাঁচ. বিচারকদের সহকারী ১২৮
ছয়. পর্যবেক্ষণ ১৩০
সাত. উমাইয়া যুগের আইনি উৎস ১৩০
আট. বিচারকদের বৈশিষ্ট্য ও বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ১৩২
নয়. বিচারক ও বিচারবিভাগ-সংশ্লিষ্ট বিবিধ কাজ ১৩৩
দশ. মুআবিয়া যুগের বিশিষ্ট বিচারকগণ ১৩৫
১. দামেশকে যারা বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন ১৩৫
২. মদিনার বিচারকগণ ১৩৬
৩. বসরার বিচারকগণ ১৩৭
৪. কুফার বিচারকগণ ১৩৮
৫. মিসরের বিচারকগণ ১৩৮
এগারো. মুআবিয়া এবং বনু উমাইয়া যুগের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ১৩৯
বারো. বিচার বিষয়ে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিশেষ নির্দেশনা ১৪১

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলের পুলিশ বিভাগ ১৪৩
এক. ইরাক অঞ্চলে পুলিশ বাহিনী ১৪৪
দুই. অন্যান্য অঞ্চলে পুলিশের কার্যক্রম ১৪৭
তিন. পুলিশের দায়িত্ব-কর্তব্য ১৪৮

১. অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহীদের থেকে খলিফা ও শাসকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা ১৪৮
২. আইন অমান্যকারী ও অপরাধীদের শাস্তি ১৫০
৩. শরয়ি আইনের প্রয়োগ ১৫১
চার. অন্যান্য বাহিনী ও দলের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক ১৫৩
১. দেহরক্ষী ১৫৩
২. অনারব রক্ষী বাহিনী ১৫৪
৩. গোত্রীয় প্রতিনিধি ১৫৫
৪. দুর্নীতি দমন শাখা ১৫৫
৫. বাজার ও ব্যবসায় তদারকি কমিটি ১৫৬
৬. নজরবন্দি করা ১৫৭
৭. দারক বিভাগ ১৫৭

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলের প্রশাসক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ১৫৯
মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশাসনিক শ্রেণিবিন্যাস ১৬৩
এক. বসরা ১৬৪
মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমলে বসরার প্রসিদ্ধ কয়েকজন প্রশাসক ১৬৪
১. বুসর ইবনু আবি আরতাত রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৬৪
২. আবদুল্লাহ ইবনু আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু (৪১-৪৪ হিজরি) ১৬৪
৩. জিয়াদ ইবনু আবিহি (৪৫-৫৩ হিজরি) ১৬৫
৪. সামুরা ইবনু জুনদুব ১৮০
৫. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু গাইলান আস-সাকাফি ১৮০
৬. উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদের খোরাসান ও বসরা শাসন ১৮০
দুই. কুফা, ৪১ হিজরি ১৮১
১. মুগিরা ইবনু শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৮১
২. কুফায় জিয়াদ ইবনু আবিহির শাসন ১৮৩
৩. আবদুল্লাহ ইবনু খালিদ ইবনু উসাইদ ১৮৫
৪. জাহহাক ইবনু কায়স আল-ফিহরি ১৮৫
৫. আবদুর রহমান ইবনু আবদিল্লাহ সাকাফি ১৮৫
৬. নুমান ইবনু বাশির (৫৯-৬০ হিজরি) ১৮৫
তিন. মদিনা মুনাওয়ারা ১৮৬

চার. মক্কায় নিযুক্ত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশাসকবৃন্দ ২১১
পাঁচ. তায়েফে নিযুক্ত প্রশাসকবৃন্দ ২১১
ছয়. মিসর ২১২
১. আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু ২১২
২. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস ২১৪
৩. উতবা ইবনু আবি সুফিয়ান ২১৫
৪. উকবা ইবনু আমের আল জুহানি (৪৭-৪৫ হিজরি) ২১৭
৫. মাসলামা ইবনু মুখাল্লাদ আনসারি ২১৮

চতুর্থ অধ্যায়

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর
শাসনামলের বিজয়াভিযান-২১৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদ ২৩০
এক. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও কনস্টান্টিনোপল ২৩১
দুই. কনস্টান্টিনোপলের কর্তৃত্ব লাভে কূটনৈতিক কৌশল ২৩২
১. মিসর ও শামে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে গুরুত্বারোপ ২৩২
২. মিসর ও শামের সমুদ্রসীমা সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা ২৩৩
৩. ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলের দ্বীপসমূহ বিজয় ২৩৪
৪. সামুদ্রিক প্রস্তুতির সফলতার জরুরি অনুষঙ্গ ২৩৫
তিন. কনস্টান্টিনোপলে প্রথম অবরোধ ২৩৭
চার. কনস্টান্টিনোপল অবরোধে আবু আইয়ুব আনসারির ইনতিকাল ২৩৯
পাঁচ. কনস্টান্টিনোপলে দ্বিতীয় অবরোধ ২৪২
ইসলামি সাম্রাজ্যের দিক ২৪৫
ছয়. দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ২৪৬
১. পত্রবিনিময় ২৪৬
২. অভিজ্ঞতা বিনিময় ২৪৮
৩. ইসলামি সহিষ্ণুতায় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রভাবিত হওয়া ২৪৮
৪. দূতদের শিষ্টাচার ২৪৯
সাত. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে জারাজিমা গোষ্ঠী ২৫০
আট. রোমান ভূখণ্ডের যোদ্ধা আবু মুসলিম খাওলানি ২৫১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে উত্তর আফ্রিকার বিজয়সমূহ ২৫৪
এক. মুআবিয়া ইবনু হুদাইজের অভিযান ২৫৪
দুই. উকবা ইবনু নাফে এবং আফ্রিকা বিজয় ২৫৭
তিন. কাইরাওয়ান শহর নির্মাণ ২৫৮
১. বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কাইরাওয়ান শহর ২৬০
২. কাইরাওয়ান : ইসলামি সভ্যতা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ২৬১
চার. ৫৫ হিজরিতে উকবাকে অপসারণ ও আবুল মুহাজির দিনারকে পদায়ন ২৬৬
পাঁচ. আবুল মুহাজির দিনারের বিজয়সমূহ ২৬৮
১. তিলমিসান যুদ্ধ ২৭১
২. কুসাইলার ইসলাম গ্রহণ ২৭১
ষষ্ঠ. উকবা ইবনু নাফের দ্বিতীয় অভিযান (৬২-৬৩ হিজরি) ২৭২
১. কাইরাওয়ান থেকে আটলান্টিক মহাসাগর অভিমুখে ২৭৪
২. উকবা ইবনু নাফে ও আবুল মুহাজিরের শাহাদত ২৮২
৩. মুসলিমদের ওপর তাহুজাহ যুদ্ধের প্রভাব (৬৩ হিজরি) ২৮৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উমাইয়া সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে বিজয়াভিযানসমূহ ২৮৭
এক. খোরাসান, সিজিস্তান ও মা-ওয়ারাউন-নাহারে বিজয়সমূহ ২৮৭
দুই. হাকাম ইবনু আমর গিফারিকে নিয়োগ দান ২৮৯
তিন. উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদ ২৯০
চার. সাঈদ ইবনু উসমান ইবনু আফফান (৫৬ হিজরি) ২৯২
পাঁচ. উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদের ভাই সালাম ইবনু
জিয়াদের বিজয় (৫৭ হিজরি) ২৯৫
ছয়. মুআবিয়ার যুগে সিন্ধু অঞ্চলের বিজয়সমূহ ৩০০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুআবিয়ার বিজয়সমূহে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, নিদর্শন ও অর্জনসমূহ ৩০২
এক. মুজাহিদদের মননে আয়াত ও হাদিসের প্রভাব ৩০২
দুই. মুআবিয়ার বিজয়সমূহে আল্লাহ তাআলার রীতিবিধান ৩০৭
১. একতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ তাআলার বিধান ৩০৭
২. উপায়-উপকরণ অবলম্বনের রীতি ৩০৮
৩. একে অপরকে প্রতিহত করার রীতি ৩০৯

৪. কষ্টে নিপতিত হওয়ার রীতি ৩১০
৫. অত্যাচার ও অত্যাচারীর ক্ষেত্রে আল্লাহর রীতি ৩১০
৬. বিত্তবানদের ক্ষেত্রে আল্লাহর রীতি ৩১১
৭. অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনকারীদের ক্ষেত্রে আল্লাহর রীতি ৩১২
৮. ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে করার রীতি ৩১৩
৯. পাপ ও অপরাধের ক্ষেত্রে আল্লাহর রীতি ৩১৩
১০. নিজেদের পরিবর্তনের রীতি ৩১৪
তিন. বিজয়সমূহে মুআবিয়ার কৌশলগত পরিকল্পনা ৩১৪
১. রোমানদের সঙ্গে কূটনীতি ৩১৪
২. উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের সঙ্গে কূটনীতি ৩১৫
৩. সিজিস্তান, খোরাসান ও মা-ওরাউন নাহার অঞ্চলের ক্ষেত্রে কূটনীতি ৩১৫
চার. বিজয় অভিযান পরিচালনা ও প্রশাসনে শুরা-পদ্ধতি ৩১৬
পাঁচ. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশাসন পরিচালনা ও সহায়তা কেন্দ্রীয়করণ ৩১৬
ছয়. পতাকা ও ঝান্ডাসমূহ ৩১৭
সাত. গুপ্তচর ও ডাক বিভাগের প্রতি গুরুত্বারোপ ৩১৮
আট. সাম্রাজ্যের স্থলসীমান্তের প্রতি গুরুত্বারোপ ৩১৯
নয়. নৌবহর ও সমুদ্রসীমার প্রতি গুরুত্বারোপ ৩২২
দশ. সেনাবাহিনীর দপ্তর ও রেশন-ভাতার প্রতি গুরুত্বারোপ ৩২৪
এগারো. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে জ্ঞান, অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নতি ৩২৬
মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে ইসলামি সভ্যতায় ইলমি অবদান ৩২৬
বিজয়সমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবদান ৩২৭
মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে সামাজিক দায়িত্বগ্রহণ ৩২৭
বারো. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে মুজাহিদদের কারামতসমূহ ৩২৮
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত কারামত স্বীকার করেন ৩৩১
তেরো. খোরাসানে আসাল পাহাড়ের যুদ্ধে হাকাম ইবনু আমর আল গিফারির গণিমত বণ্টনের ঘটনা ৩৩১
চৌদ্দ. সিলাহ ইবনু আশইয়াম ও তার ছেলের শাহাদতবরণ (৬২ হিজরি, সিজিস্তান) ৩৩৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ এবং মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু ৩৩৬
এক. ইয়াজিদের বাইআত নিয়ে ভাবনার সূচনা ৩৩৬

দুই. ইয়াজিদের বায়আতের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় ৩৩৭
১. পরামর্শসমূহ ৩৩৭
২. প্রচারণামূলক কার্যক্রম ৩৪১
৩. ইয়াজিদের বাইআতকে শামবাসীর সাদরে গ্রহণ ৩৪২
৪. প্রতিনিধিদের বাইআত ৩৪৩
৫. মদিনাবাসীর কাছে আহ্বান ৩৪৪
চার. আবদুর রহমান ইবনু খালিদ ইবনু ওয়ালিদের ইন্তেকাল ৩৫৩
পাঁচ. ইয়াজিদকে মনোনয়নের নেপথ্য কারণসমূহ ৩৫৫
১. উম্মাহর সংহতি রক্ষা ৩৫৫
২. গোত্রপ্রীতির শক্তি ৩৫৬
৩. ছেলের প্রতি ভালোবাসা বা সন্তুষ্টি ৩৫৮
ছয়. বাইআত প্রসঙ্গে সমালোচনার ঝড় ৩৬০
১. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচন করার পদ্ধতি ৩৬১
২. উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচন করার পদ্ধতি ৩৬৪
৩. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচন করার পদ্ধতি ৩৬৮
৪. আলি রাদিয়াল্লাহুকে নির্বাচন করার পদ্ধতি ৩৭২
৫. হাসান ইবনু আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচন করার পদ্ধতি ৩৭৪
৬. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচন করার পদ্ধতি ৩৭৫
৭. মুআবিয়ার শাসনামলে স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের চিন্তা ৩৭৫
সাত. জীবনসায়াহ্নের দিনগুলো ৩৮০
১. ইয়াজিদের প্রতি মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অসিয়ত ৩৮০
২. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শেষ খুতবা, রোগবৃদ্ধি ও মৃত্যুবরণ ৩৮৫
৩. মুআবিয়ার মৃত্যুসন ও জানাজার নামাজের ইমাম ৩৮৮
৪. মৃত্যুকালে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স ৩৮৯
৫. খিলাফতকালের ব্যাপ্তি ৩৮৯
৬. মুআবিয়ার প্রতি শোকগাথা ৩৯০
৭. ইবনু আব্বাসের শোক ৩৯০
৮. মোহরের নকশা ৩৯১
৯. রাসুলের স্মৃতিচিহ্নে বরকত লাভ ৩৯১

সূ চি প ত্র

পঞ্চম অধ্যায়

ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার সময়কাল-১৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, উপনাম, বংশ, জীবনযাপন ও খিলাফতগ্রহণ ১৭
এক. নাম, উপনাম ও বংশ ১৭
দুই. জন্ম ও বেড়ে ওঠা ১৭
তিন. ইয়াজিদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি ২২
চার. ইয়াজিদের কনস্টান্টিনোপল অভিযান ২৪
পাঁচ. ইয়াজিদের উল্লেখযোগ্য কিছু গুণ ২৬
১. তার বীরত্ব ও শক্তিমত্তা ২৬
২. কবিতা ও বাগ্মিতা ২৭
৩. বদান্যতা ২৭
৪. শারীরিক গঠন ২৮
ছয়. ইয়াজিদের বাইআত গ্রহণ ২৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হুসাইন ইবনু আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুফা গমন-৩৩
এক. নাম, বংশ ও মর্যাদা ৩৩
কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৩
দুই. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুফা গমনের কারণসমূহ এবং
এ ব্যাপারে ফাতওয়া ৩৪
প্রথম পর্যায় ৩৫
ইয়াজিদের হাতে বাইআত না হওয়া ও মক্কা চলে যাওয়া ৩৫

দ্বিতীয় পর্যায় ৩৬
উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ৩৬
তিন. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুফা গমনের সংকল্প; সাহাবি ও তাবেয়িনের উপদেশ ও অভিমত ৩৭
১. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুফা গমনের সংকল্প ৩৭
২. কুফাগমনকে কেন্দ্র করে সাহাবি ও তাবেয়িনের অবস্থান ৩৯
চার. কুফা নিয়ে ইয়াজিদের অবস্থান ৪৮
পাঁচ. উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদের জরুরি কর্মসূচি ৫১
১. মুসলিম ইবনু আকিলের পরিকল্পনা নস্যাৎ করা ৫১
২. হানি ইবনু উরওয়াকে গ্রেফতার ৫২
৩. কুফার বিদ্রোহ দমনে ইবনু জিয়াদ কর্তৃক অভিজাত ব্যক্তিদের ব্যবহার ৫৩
৪. মুসলিম ইবনু আকিলকে গ্রেফতার ও হত্যা ৫৬
৫. হানি ইবনু উরওয়াকে হত্যা ৫৮
ছয়. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট মুসলিম ইবনু আকিল হত্যার সংবাদ পৌঁছা এবং ইবনু জিয়াদ-বাহিনীর মুখোমুখি হওয়া ৬০
১. ইবনু জিয়াদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ ৬১
২. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গীদের প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান ৬৩
৩. হুর ইবনু ইয়াজিদ তামিমি ও তার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ৬৪
৪. সাআদ ইবনু আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র উমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা ৬৫
সাত. চূড়ান্ত যুদ্ধ; হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সঙ্গীদের শাহাদাত ৬৭
আট. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন যারা ৭১
১. ওয়ালিদ ইবনু উতবা ইবনু আবু সুফিয়ান ৭১
২. নুমান ইবনু বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহু ৭২
৩. হুর ইবনু ইয়াজিদ ৭৩
৪. নাওয়ার বিনতে মালিক আল খাজরামিয়্যাহ ৭৪
নয়. ইয়াজিদের অবস্থান ৭৫
দশ. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের মদিনায় প্রত্যাবর্তন ৭৭
এগারো. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার জন্য প্রকৃত দায়ী কারা? ৭৯
১. কুফাবাসী ৭৯
২. উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদ ৮০
৩. উমর ইবনু সাআদ ইবনু আবু ওয়াক্কাস ৮২
৪. ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়া ৮৩
বারো. ইয়াজিদ প্রসঙ্গে মানুষের বক্তব্য : তাকে অভিশাপ

দেওয়া কি জায়েজ হবে? ৮৪
১৩. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকে কেন্দ্র করে প্রচলিত গল্পগুলোর ব্যাপারে সতর্কতা ৯১
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হুসাইন হত্যার প্রতিশোধ ৯২
চৌদ্দ. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুতে শোকগাথা ৯৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাৎপর্যপূর্ণ কিছু শিক্ষা ৯৬
এক. আশুরার দিন ৯৬
১. ধৈর্যধারণ ১০২
২. বিপদে আরও বেশি সাওয়াবের আশা রাখা ১০২
৩. প্রতিদান চাওয়া ও বিপদ মুক্তির জন্য দুআ ১০৩
৪. আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা ১০৫
৫. স্বয়ং রাসুলুল্লাহর ইন্তেকালের কথা স্মরণ করে বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করা ১০৫
৬. মুসিবতের সময়টুকু নিয়ামত মনে করা ১০৬
৭. ফায়সালা পূর্ব নির্ধারিত মনে করা ১০৭
৮. শিয়াদের আশুরা দিবস সম্পর্কে ইবনু তাইমিয়া এবং ইবনু কাসির রাহিমাহুমাল্লাহুর অভিমত ১০৭
৯. আশুরাকে যারা উৎসবের দিন মনে করে ১১০
১০. আশুরার দিন সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ ১১২
দুই. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র মাথা রাখার স্থান নিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ ১১৪
১. দামেশক ১১৫
২. কারবালা ১১৬
৩. রাক্কা (সিরিয়ার একটি শহর) ১১৭
৪. আসকালান (গাজার পার্শ্ববর্তী একটি অঞ্চল) ১১৭
৫. কায়রো ১১৭
৬. মদিনা মুনাওয়ারা ১২০
তিন. শিয়াদের নিকট ইমামদের সমাধি ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবর জিয়ারতের মর্যাদা ১২২
তাদের ধারণার অপনোদন ১২৬
১. কারবালার শ্রেষ্ঠত্ব ১২৬

২. কবর জিয়ারতের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা ১২৭
৩. কবরের ওপর স্থাপনা নির্মাণ ও তাকে মসজিদ বা সিজদার স্থানে রূপান্তর করা ১২৯
চার. শরিয়ার দৃষ্টিতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কুফা গমন ১৩৩
পাঁচ. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে কিছু স্বপ্নকথা ১৩৮
ছয়. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক হুসাইনের হত্যাকাণ্ডের ভবিষ্যদ্বাণী ১৩৯
সাত. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হুসাইনের হত্যার প্রতিশোধ ১৪০
আট. ইসলামবিরোধী শক্তি ও কারবালার বিপর্যয় ১৪১
নয়. হুসাইনের শাহাদত, শিয়াদের চিন্তা ও আকিদায় এক যুগান্তকারী ঘটনা ১৪২
দশ. হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুআ ১৪৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাররার যুদ্ধ (৬৩ হিজরি) ১৪৬
এক. মদিনার প্রতিনিধি দলের দামেশকে ইয়াজিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ১৪৭
দুই. বিদ্রোহীদের ব্যাপারে মদিনার উলামায়ে কিরামের অভিমত ১৪৭
১. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৪৭
২. মুহাম্মদ ইবনু আলি ইবনু আবু তালিব (ইবনুল হানাফিয়া) ১৫০
৩. নুমান ইবনু বাশির আল আনসারি ১৫২
৪. আবদুল্লাহ ইবনু জাফর ইবনু আবু তালিব ১৫২
৫. সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব ১৫৩
তিন. হাররার যুদ্ধ ১৫৫
১. মুসলিমের প্রতি ইয়াজিদের উপদেশ ১৫৬
২. সৈন্যবাহিনী সমীক্ষণ ১৫৬
৩. যুদ্ধ শুরু ১৫৭
৪. যুদ্ধের সমাপ্তি ১৫৯
৫. নিহতের সংখ্যা নিয়ে বাড়াবাড়ি ১৫৯
৬. মদিনা লুণ্ঠন ১৬০
৭. সম্ভ্রমহানির ব্যাপারে যা এসেছে ১৬২
৮. মদিনাবাসী থেকে ইয়াজিদের পক্ষে বাইআত গ্রহণ ১৬৪
৯. মুসলিম ইবনু উকবার মৃত্যু ১৬৬
১০. হাররার যুদ্ধের ঘটনাকে ইয়াজিদ কীভাবে নিয়েছিলেন ১৬৭
চার. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপলব্ধি ১৬৯

১. মদিনাবাসীর ব্যর্থতার কারণসমূহ ১৬৯
২. মদিনার নেতৃবৃন্দের অবস্থান ১৭০
৩. ইবনু তাইমিয়ার অভিমত ১৭০
৪. ঐতিহাসিকদের কাছে হাররার যুদ্ধের গুরুত্ব ১৭০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইয়াজিদের শাসনামলে আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আন্দোলন ১৭২
এক. ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মক্কা গমনের কারণসমূহ ১৭২
দুই. ইবনু জুবাইর ও তার অনুসারীদের বিদ্রোহের কারণ ১৭৩
তিন. ইবনু জুবাইরকে বশ করতে ইয়াজিদের শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা ১৭৫
১. ইয়াজিদের বিরুদ্ধে ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রথম প্রকাশ্য আক্রমণ ১৭৭
২. ইয়াজিদের শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা ১৭৭
৩. ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর ইয়াজিদের ক্রোধ ১৭৮
৪. ইয়াজিদের প্রস্তাব নিয়ে ইবনু জুবাইরের চিন্তাভাবনা ও পরামর্শ গ্রহণ ১৭৯
৫. ইবনু জুবাইরকে প্রতিনিধি দলের হুমকি ও তার জবাব ১৭৯
চার. ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান ১৮০
১. আমর ইবনু জুবাইরের অভিযান ১৮০
২. হুসাইন ইবনু নুমাইরের অভিযান এবং আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরকে অবরোধ ও কাবা পুড়িয়ে দেওয়া ১৮৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইয়াজিদের মৃত্যু এবং তার পুত্র মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদের খিলাফত ১৯০
এক. ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার মৃত্যু ১৯০
দুই. মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদের খিলাফত ১৯১
১. শাসনকাল ১৯১
২. খিলাফত থেকে পদত্যাগ এবং শুরার ওপর দায়িত্ব অর্পণ ১৯১
৩. মৃত্যুর সময় তার বয়স কত ছিল? তার জানাজা কে পড়ান? ১৯৩
৪. মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদের মৃত্যুর পর সৃষ্ট কঠিন সংকট ১৯৩

সপ্তম অধ্যায়

আমিরুল মুমিনিন
আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরের শাসনকাল-১৯৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, উপনাম, বংশ, বেড়ে ওঠা এবং বাইআত ১৯৭
এক. নাম, উপনাম এবং বংশধারা ১৯৭
দুই. জন্ম এবং রাসুল সা.-এর কাছে বাইআত গ্রহণ ১৯৭
তিন. আবদুল্লাহর পিতা জুবাইর ইবনুল আওয়াম ১৯৮
চার. আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরের মা আসমা বিনতে আবু বকর ২০০
পাঁচ. ইবনু জুবাইরের স্ত্রী-সন্তান ২০৫
ছয়. খিলাফতে রাশিদা ও মুআবিয়া রাদি.-এর যুগে আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর ২০৬
সাত. ইবনু জুবাইরের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য ২১২
আট. আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরের খিলাফতের বাইআত গ্রহণ ২২৩
খারেজিদের অবস্থান ২৩১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মারওয়ান ইবনুল হাকামের বিদ্রোহ ২৩৩
এক. নাম, বংশ এবং ইবনু জুবাইরের বিরুদ্ধে নামার আগে তার জীবনচরিত ২৩৩
দুই. সিরিয়ায় ইবনু জুবাইরের সমর্থকদের বিরুদ্ধে অভিযান এবং জাবিয়া সম্মেলন ও মারজে রাহিত যুদ্ধের গুরুত্ব ২৩৫
১. জাবিয়া সম্মেলন ২৩৫
২. মারজে রাহিতের যুদ্ধ ২৪০
তিন. মিসর, ইরাক ও হিজাজ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা ২৪৩
চার. মারওয়ান ইবনুল হাকামের মৃত্যু এবং আবদুল মালিককে স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ ২৪৫
মারওয়ানের মৃত্যুর কারণ ২৪৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আবদুল মালিক এবং ইবনু জুবাইর পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ২৪৯
এক. পরিচিতি ২৪৯
দুই. খিলাফত লাভের পূর্বে তার রাজনৈতিক জীবন ২৫৩
মারওয়ানের শাসনামলে তার রাজনৈতিক পথচলা ২৫৪
তিন. যে-সকল উলামায়ে কিরাম আবদুল মালিকের সঙ্গে ছিলেন ২৫৪
চার. তাওয়াবিনের অভিযান এবং আইনুল ওয়ারদার যুদ্ধ (৬৫ হিজরি) ২৫৪
তাওয়াবিন বাহিনীর পরাজয়ের নেপথ্যে ২৫৬
পাঁচ. সাকাফি আন্দোলন ২৫৭

হুসাইনের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মুখতারের অভিযান ২৫৯
১. মুখতারের আন্দোলনের শুরুর দিকে সাফল্যের কারণসমূহ ২৬০
২. মুসআব ইবনু জুবাইরের হাতে মুখতারের পতন ২৬১
৩. মুখতারের ব্যর্থতার কারণ ২৬৪
৪. কাইসানি ফিরকা এবং মুখতারের সঙ্গে সম্পর্ক ২৬৬
ছয়. আমর ইবনু সাইদের আন্দোলন এবং তার হত্যাকাণ্ড ২৬৮
১. আমর ইবনু সাইদের শর্তসমূহ ২৬৯
২. আমর ইবনু সাইদের সঙ্গে আবদুল মালিকের বিশ্বাসঘাতকতা ২৭১
সাত. রোমের সঙ্গে আবদুল মালিকের সন্ধিচুক্তি এবং জারাজিমা জনগোষ্ঠীর প্রতি চাপ প্রয়োগ ২৭৩
আট. জুফার ইবনু হারিস আল-কিলাবি ২৭৪
নয়. মুসআব ইবনু জুবাইরের বিরুদ্ধে অভিযান এবং ইরাকের নিয়ন্ত্রণ ২৭৬
১. মুসআব ইবনু জুবাইরের পরাজয়ের নেপথ্যে ২৭৯
২. আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরের প্রতিক্রিয়া এবং তার ভাষণ ২৮০
৩. মুসআবের ব্যাপারে আবদুল মালিকের প্রশংসা ২৮১
৪. মুসআব ইবনু জুবাইরের শানে কবিতা ২৮২
৫. মুসআব ইবনু জুবাইরের স্ত্রী সাকিনা বিনতে হুসাইন (আলি রা.-এর নাতনি) ২৮৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর রাদি.-এর যুগের পরিসমাপ্তি ২৮৫
এক. ইবনু জুবাইরকে অবরোধ করার পূর্বে হিজাজের নিয়ন্ত্রণ ২৮৫
১. হুবাইশা ইবনু দুলজা আল-কাইসির অভিযান ২৮৫
২. নাতিল ইবনু কাইস আল-জুজামির অভিযান ২৮৬
৩. উরওয়া ইবনু উনাইফের অভিযান ২৮৬
৪. আবদুল মালিক ইবনু হারিসের অভিযান ২৮৭
৫. তারিক ইবনু আমরের অভিযান ২৮৭
দুই. দ্বিতীয় অবরোধ এবং ইবনু জুবাইরের খিলাফতের পতন ২৮৭
১. অর্থনৈতিক অবরোধ ২৮৮
২. মক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে মিনজানিক স্থাপন ২৮৯
৩. আসমা বিনতে সিদ্দিকের ছেলে ২৯০
৪. আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরের শাহাদত ২৯২
৫. হাজ্জাজের বিরুদ্ধে আসমার দলিল পেশ ২৯৪

৬. ইবনু জুবাইরকে নিয়ে ইবনু উমরের প্রশংসা বাণী ২৯৫
৭. আবদুল মালিকের কাছে ইবনু উমরের বাইয়াত ২৯৫
৮. ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ ২৯৬
৯. ফিতনার সময় ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নীতি ২৯৮
১০. আহলে হকের দৃষ্টিতে ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩০৫
১১. কাবাঘর পুনর্নির্মাণ ৩০৫
তিন. ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত বিলুপ্তির কারণ ৩০৭
১. হিজাজকে খিলাফতের কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা ৩০৭
২. ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক নীতি ৩০৯
৩. ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাক নিজের আয়ত্তে আনতে পারেননি ৩১১
৪. বনু হাশিমের অবস্থান ৩১২
৫. ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাই মুসআবের সীমালঙ্ঘন ৩১২
৬. উমাইয়াদের ব্যাপারে ইবনু জুবাইরের শৈথিল্য ৩১৩
৭. প্রচার-প্রচারণার প্রতি উদাসীনতা ৩১৪
৮. আমর ইবনু জুবাইরের সঙ্গে তার বৈষম্যনীতি ৩১৪
৯. ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধীদের উত্থান ৩১৫
১০. প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ইবনু জুবাইরের আন্দোলন ৩১৫

সপ্তম অধ্যায়

আমিরুল মুমিনিন
আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের শাসনামল-৩১৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

খারিজি বিদ্রোহ দমন ৩২৩
এক. আজারিকা ৩২৩
১. মুহাল্লাব ইবনু আবু সুফরা আল-আজদির বৈশিষ্ট্য ও তার কিছু উক্তি ৩২৬
২. খারিজিদের দমনে মুহাল্লাবের কৌশল ৩২৬
৩. কাতারি ইবনুল ফুজায়া আত-তামিমি ৩৩৮
দুই. সুফরিয়া (Sufri) খারিজি দল ৩৩৮
১. খারিজি কবি ইমরান ইবনু হিত্তান ৩৩১
২. খারিজিদের ব্যর্থ বিদ্রোহের নেপথ্যে ৩৩২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবদুর রহমান ইবনুল আশআসের বিদ্রোহ ৩৩৫
এক. ময়ূরবাহিনী ও আবদুর রহমান ইবনুল আশআসের নেতৃত্ব ৩৩৬
দুই. বিদ্রোহের সূচনা ৩৩৮
১. বিদ্রোহকালীন মুহাল্লাব ইবনু আবু সুফরার অবস্থান ৩৩৯
২.জাবিয়ার যুদ্ধ ৩৪০
৩. হাজ্জাজের অগ্নিপরীক্ষা এবং দাইরুল জামাজিম যুদ্ধ ৩৪২
তিন. ইবনুল আশআসের বিদ্রোহে আলিমগণের অংশগ্রহণ ৩৪৫
১. যে-সকল আলিম বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন ৩৪৬
২. বিদ্রোহে আলিমগণের অংশগ্রহণের নেপথ্যে ৩৪৭
৩. ইবনুল আশআসের বিদ্রোহে আলিমগণের অসম্মতি ৩৫৬
৪. বিদ্রোহে হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহুর অবস্থান ৩৫৮
৫. ইবনুল আশআসের ব্যর্থ-বিদ্রোহের নেপথ্যে ৩৬৩
৬. ইবনুল আশআসের বিদ্রোহের ফলাফল ৩৬৬
৭. ইমাম শাবি ও দুই বন্দি : হাজ্জাজ যাদেরকে মুক্তি দেন ৩৭০
৮. সাম্রাজ্যে ঐক্য এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ৩৭২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আবদুল মালিকের সময়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ৩৭৩
এক. মন্ত্রণালয়সমূহ ৩৭৪
১. চিঠিপত্র বা ডাক মন্ত্রণালয় ৩৭৪
২. দান-দক্ষিণা ও বেতন-ভাতা প্রদান ৩৭৬
৩. খারাজসংক্রান্ত মন্ত্রণালয় ৩৭৭
৪. দস্তখত বা স্বাক্ষর মন্ত্রণালয় ৩৭৮
৫. সেলাই ও কারুকাজ মন্ত্রণালয় ৩৭৮
৬. ডাক মন্ত্রণালয় ৩৭৯
দুই. মন্ত্রণালয়সমূহের আরবিকরণ, কারণ ও পরিণতি ৩৮১
তিন. আবদুল মালিকের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ৩৮৪
১. সাম্রাজ্যের রাজধানী শাম ৩৮৫
২. হিজাজ, মধ্য-আরব ও ইয়েমেনের প্রশাসন ৩৮৫
৩. ইরাক ও প্রাচ্যের ইসলামি অঞ্চলসমূহের প্রশাসন ৩৮৭
৪. ফোরাত উপদ্বীপ, আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের প্রশাসন ৩৮৯
৫. মিসর প্রশাসন ৩৯০

৬. আফ্রিকার প্রশাসন ৩৯১
চার. আবদুল মালিকের রাষ্ট্রপরিচালনার রূপরেখা ৩৯১
১. পরামর্শ ৩৯১
২. শামবাসীর ওপর নির্ভরতা ৩৯২
৩. সঠিক জায়গায় সঠিক লোক নিয়োগ ৩৯২
৪. গভর্নর ও শাসকদের নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়া ৩৯২
৫. আত্মীয়দের পদায়ন ও উপজাতীয় ভারসাম্য রক্ষা ৩৯৩
৬. আহলে কিতাবদের প্রতি উদারতা ৩৯৩
৭. সন্দেহজনক শ্রমিকদের তদন্ত এবং তাদের অর্থ ভাগ করে দেওয়া ৩৯৩
৮. ইবনুল আশআসের অনুতপ্ত সঙ্গীদেরকে প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন ৩৯৪
৯. সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও প্রশংসা ৩৯৪
১০. গভর্নরগণ লালরেখা অতিক্রম করতে চাইলে তা দমন ৩৯৫
১১. মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা কপটতা ও চাটুকারিতার বিরোধিতা ৩৯৭
১২. আবদুল মালিকের দৃষ্টিতে রাজনীতির মর্ম ৩৯৮
১৩. আবু বকর ও উমরের চালচলন ও তাদের প্রজাদের অবস্থা ৩৯৮
পাঁচ. আবদুল মালিকের গভর্নর হিসেবে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ ৩৯৯
১. হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের উত্থানের সূচনা ৩৯৯
২. হাজ্জাজের ব্যাপারে ইমাম জাহাবির অভিমত ৪০০
৩. তার ব্যাপারে ইবনু কাসিরের বক্তব্য ৪০০
৪. হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের ওয়াজ ও বক্তৃতা ৪০১
৫. আল্লাহ সত্য বলেছেন, কবির কথা মিথ্যা ৪০২
৬. এক আরব বেদুইনের সঙ্গে হাজ্জাজের ঘটনা ৪০৩
৭. আবদুল্লাহ ইবনু জাফরের মেয়ের সঙ্গে হাজ্জাজের বিবাহ ৪০৩
৮. হাজ্জাজ এবং কবিগণ ৪০৫
৯. হাজ্জাজের স্বপ্ন ৪০৬
১০. সাইদ ইবনু জুবাইরের হত্যা ৪০৬
১১. হাজ্জাজের অসুস্থতা ও মৃত্যু ৪০৭

সূচিপত্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আবদুল মালিকের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ১৭
এক. সাম্রাজ্যের আয়ের উৎস ১৭
১. জিজিয়া ১৭
২. খারাজ (কর) ব্যবস্থা ১৮
৩. বেওয়ারিশ মৃত ব্যক্তিদের জমিজমা ১৯
দুই. সাম্রাজ্যের ব্যয়ের খাত ২০
১. সামরিক খাতে ব্যয় ২০
২. সামরিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে ব্যয় ২০
৩. প্রশাসনিক খাতে ব্যয় ২০
তিন. কৃষি উন্নয়ন ২১
চার. ব্যাবসায়িক উন্নতি ২৫
১. বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে উমাইয়াদের ব্যাবসায়িক সম্পর্ক ২৬
২. সুদূরের পূর্বাঞ্চলীয় (Far East) দেশগুলোর সঙ্গে উমাইয়াদের ব্যাবসায়িক সম্পর্ক ২৭
পাঁচ. পেশা ও শিল্প ২৮
১. বস্ত্রশিল্প ২৮
২. বিনির্মাণ ও প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণ শিল্প ২৮
৩. যুদ্ধের সরঞ্জাম ও সমরাস্ত্র তৈরি ২৮
৪. মিসরের নলখাগড়া শিল্প ২৯
৫. অন্যান্য শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ২৯
ছয়. টাকশালে মুদ্রা বানানোর প্রচলন ও মুদ্রা আরবিকরণ ২৯
সাত. আবদুল মালিকের স্থাপত্য এবং নির্মাণকলা ৩৩
১. ওয়াসিত শহর নির্মাণ ৩৩
২. তিউনিসিয়া নির্মাণ ৩৪
তিন. কুব্বাতুস সাখরা (ডোম অব রক) মসজিদ নির্মাণ ৩৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিচারব্যবস্থা ও পুলিশ বিভাগ ৪০
এক. বিচারব্যবস্থা ৪০
১. আবদুল মালিকের নিয়োগকৃত প্রসিদ্ধ বিচারক ৪০
২. বিচারকের বেতন-ভাতা ৪১
৩. বিচারকদের তত্ত্বাবধান ৪১
৪. বিচারকদের নির্দেশিত বিধানকার্যে অনুপ্রবেশ থেকে বিরত থাকা ৪১
৫. আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরের ফায়সালার প্রতি সম্মান ৪১
৬. বিয়ের মোহর নির্ধারণ ৪২
৭. মজলুমদের নথিপত্র ৪২
দুই. পুলিশ বিভাগ ৪৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আবদুল মালিকের শাসনামলে আলিম এবং কবিগণ ৪৫
এক. আলিমগণ ৪৫
১. কাবিসা ইবনু জুয়াইব রাহিমাহুল্লাহ ৪৬
২. আতা ইবনু আবু রাবাহ এবং আবদুল মালিকের প্রতি তার উপদেশ ৫৩
৩. ইয়াজিদ ইবনু আসম এবং আবদুল মালিকের কাছে তার জবাব ৫৪
দুই. আবদুল মালিক, কবি ও কাব্য ৫৫
১. আল-আখতাল ৫৫
২. ফারাজদাক ৫৬
৩. জারির ৫৬
৪. রায়ি ৫৭

তৃতীয় অধ্যায়

খলিফা আবদুল মালিক, ওয়ালিদ এবং সুলাইমানের
খিলাফতকালের অব্যাহত বিজয়ধারা-৫৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোম সাম্রাজ্যের শহরগুলো বিজয় ৬১
এক. মুসলিমদের অভিযানে বাইজেন্টাইনদের বাধা ৬৪
দুই. সুলাইমান ইবনু আবদুল মালিক এবং কনস্টান্টিনোপল অবরোধ ৬৫

১.আক্রমণের প্রস্তুতি ৬৬
২. আক্রমণের ধরন ৬৬
৩. ইসলামি বাহিনীর প্রত্যাবর্তন ৬৮
৪. অভিযানের ব্যর্থতার নেপথ্যে ৬৯
৫. অভিযানের ফলাফল ৭৩
৬. খলিফা আবদুল মালিকের তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ ৭৩
৭. রোমকদের বিরুদ্ধে অভিযানের সেনাপতিবৃন্দ ৭৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেনের বিজয়ধারা ৮০
এক. হাসসান ইবনু নোমান আল গাসসানির অভিযান ৮০
১. কার্থেজিনা বিজয় ৮১
২. কাহিনার কাছে হাসসানের পরাজয় ৮২
৩. বাইজেন্টাইনদের কার্থেজিনা পুনরুদ্ধার এবং হাসসানের পলায়ন ৮৩
৪. কাহিনার হত্যা, ৮২ হিজরি ৮৪
৫. বার্বারদের সঙ্গে হাসসানের রাজনীতি ৮৪
৬. হাসসানকে বরখাস্তকরণ ৮৬
দুই. মুসা বিন নুসাইরের বিজয়ধারা '৮৫ হিজরি' ৮৭
১. কিছু বন্দিকে মুক্তি প্রদান ৮৯
২. সমতাভিত্তিক বিধান প্রয়োগ ৮৯
৩. প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ৮৯
৪. সমুদ্রপথে শক্তি অর্জন ৯০
৫. মুদ্রা তৈরির ব্যবস্থা ৯০
১. বিজয়ের চিন্তাবীজ ৯২
২. তারিফ ইবনু মালিকের অভিযান ৯৩
৩. সমুদ্রপথ অতিক্রম ৯৪
৪. লাক্কা উপত্যকার যুদ্ধ (ব্যাটল অব গুয়াডেলেট) কিংবা স্পেনে পদার্পণ ৯৬
৫. লাক্কা (উপত্যকা) যুদ্ধের (ব্যাটল অব গুয়াডেলেট) অভিজ্ঞতা ৯৭
৬. কথিত প্রসিদ্ধ ভাষণ ও জাহাজ প্রজ্বলন ১০০
৭. স্পেন অভিমুখে মুসা বিন নুসাইর ১০৪
৮. মুসা বিন নুসাইর এবং তারিক ইবনু জিয়াদের সাক্ষাৎ ১০৬
৯. মুসা বিন নুসাইরের প্রত্যাবর্তন ১০৯
১০. মুসা বিন নুসাইর এবং তারিক ইবনু জিয়াদের পরিসমাপ্তি ১১১

১১. মুসা বিন নুসাইর পরবর্তী স্পেন ১১৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচ্যের বিজয়ধারা ১১৮
এক. মুহাল্লাব ইবনু আবু সুফরার বিজয় অভিযান ১১৮
১. মুহাল্লাবের মৃত্যু ১১৯
২. মৃত্যুশয্যায় পুত্রদের উদ্দেশে অসিয়ত ১২০
৩. সিজিস্তান ১২২
দুই. কুতাইবা ইবনু মুসলিমের বিজয় অভিযান ১২৩
বিজয় অভিযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তম অধ্যায় ১২৬
১. ইসলাম প্রচারে কুতাইবার সাধনা ১৩৪
২. ইতিহাসে বর্ণিত কুতাইবার নির্দেশ ও উক্তি ১৩৬
৩. তার ব্যাপারে কবিদের প্রশংসা ১৩৬
৪. কুতাইবার হত্যা ও পরিসমাপ্তি (৯৬ হিজরি) ১৩৭
৫. কুতাইবা ইবনু মুসলিম এবং মুহাম্মদ ইবনু ওয়াসির সম্পর্ক ১৩৯
৬. কুতাইবা ইবনু মুসলিমের পর প্রাচ্যের অবস্থা ১৪২
তিন. মুহাম্মদ বিন কাসিম আস-সাকাফি এবং সিন্ধু বিজয় (৮৯-৯৬ হিজরি) ১৪৩
১. হিন্দুস্তান অভিযান এবং হাজ্জাজের রণপ্রস্তুতি ১৪৪
২. মুহাম্মদ বিন কাসিমের যুদ্ধগুলো ১৪৫
৩. হিন্দুস্তানের রাজা, দাহিরের হত্যা ১৪৬
৪. মুহাম্মদ বিন কাসিমের পরিসমাপ্তি ১৪৯
৫. মুহাম্মদ বিন কাসিম পরবর্তীকালীন সিন্ধুর অবস্থা ১৫২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খলিফা আবদুল মালিক, ওয়ালিদ ও সুলাইমানের খিলাফতকালের
বিজয়ধারা গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কিছু শিক্ষণীয় বিষয় ১৫৩
এক. মুসলিমরা কীভাবে বিজয়ী হন ১৫৩
দুই. বিজিত শহরগুলোতে ইসলাম প্রসারের নেপথ্যে ১৫৪
১. সর্বজনীন দাওয়াতি কার্যক্রম ১৫৪
২. মমত্বপূর্ণ উদার আচরণ ১৫৫
৩. বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীকে সেখানকার প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ দান ১৫৬
৪. বিজিত শহরগুলোর ধর্মীয় পরিস্থিতি ১৫৭
তিন. বিজিত জাতিগুলোর মাঝে আরবিকরণ কার্যক্রমের ব্যাখ্যা ১৫৮

১. ইসলামের বিস্তৃতি ১৫৮
২. বিজিত শহরের দিকে আরবগোত্রগুলোর হিজরত ১৬০
৩. দফতরগুলোর আরবিকরণ ১৬০
৪. ইসলামি সভ্যতার অনন্যতা ১৬০
৫. বিজয়ীদের ভাষা ১৬১
চার. ইসলামি বাহিনীর নিরাপত্তার প্রতি গুরুত্বারোপ ১৬২
পাঁচ. সামরিক ক্ষেত্রে পরামর্শের গুরুত্ব ১৬২
ছয়. সীমান্তের প্রতি গুরুত্বারোপ ১৬৪
সাত. বিজয় অভিযানের আর্থ-সামাজিক প্রভাব ১৬৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরবর্তী খলিফা নিয়োগ, সন্তানদের প্রতি আবদুল মালিকের অসিয়ত, তার মৃত্যু এবং সাইদ ইবনুল মুসাইয়িবের অবস্থান ১৬৭
এক. খলিফা নিয়োগ এবং সাইদ ইবনুল মুসাইয়িবের অবস্থান ১৬৭
১. নিজ কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা ১৭২
২. স্বপ্নের ব্যাখ্যা বা তাবির ১৭৪
৩. সাইদ ইবনুল মুসাইয়িবের তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি ১৭৫
৪. মুস্তাজাব (আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার) দুআ ১৭৬
দুই. সন্তানদের প্রতি আবদুল মালিকের অসিয়ত এবং তার মৃত্যু ১৭৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিকের খিলাফত (৮৬-৯৬ হিজরি) ১৮২
এক. তার গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংস্কারকর্ম ১৮৩
১. মসজিদে নববি প্রশস্তকরণ ১৮৩
২. জামে উমাইয়া মসজিদ নির্মাণ ১৮৫
৩. ওয়ালিদের খিলাফত আমলের হাসপাতালসমূহ ১৮৭
৪. রাষ্ট্র কর্তৃক অভাবীদের দেখাশোনা এবং সড়ক উন্নয়নের দায়িত্বগ্রহণ ১৮৮
দুই. রাজস্ব অধিদপ্তর ১৮৯
তিন. ওয়ালিদ ও কুরআনুল কারিম ১৮৯
চার. ওয়ালিদের আতিথেয়তায় উরওয়া ইবনু জুবাইর ১৯০
পাঁচ. ওয়ালিদ কর্তৃক হাজ্জাজের কাছে তার জীবনী লেখার দাবি ১৯২
ছয়. ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিকের স্ত্রী উম্মুল বানিন ১৯৩
১. আল্লাহ তাআলাকে প্রচণ্ড ভয় করতেন ১৯৩

২. উম্মুল বানিনের দানশীলতা ও মায়া-মমতা ১৯৪
৩. উম্মুল বানিন এবং হাজ্জাজ ১৯৬
সাত. ওয়ালিদ ও রোমসম্রাটের মধ্যে পত্রালাপ ১৯৮
আট. পরবর্তী খলিফার পদ থেকে সুলাইমানকে সরানোর চেষ্টা এবং ওয়ালিদের মৃত্যু (৯৬ হিজরি) ১৯৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সুলাইমান ইবনু আবদুল মালিকের খিলাফত (৯৬-৯৯ হিজরি) ২০২
এক. তার সাধারণ রাজনীতি ২০৩
১. জনগণকে কুরআনের দিকে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করা ২০৩
২. খিলাফতের মর্মকথা ২০৩
৩. সুলাইমানের কাছে শুরার তাৎপর্য ২০৪
দুই. গভর্নর নিযুক্তির ক্ষেত্রে সুলাইমানের দূরদৃষ্টি ২০৬
১. অভিজ্ঞ আলিম, বুজুর্গ এবং হিতাকাঙ্ক্ষীগণের সঙ্গে পরামর্শ গ্রহণ ২০৬
২. আলিম এবং যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন ২০৭
৩. সবকিছুতেই রাজ্যের কল্যাণময় দিকটি নজর রাখা ২০৮
তিন. বিরোধীদের সঙ্গে সুলাইমানের কুশলতা ২০৯
১. খারিজিদের সঙ্গে ২০৯
২. হাশিমি বংশের সঙ্গে ২০৯
৩. জুবাইরিদের (আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর রাদি.-এর অনুসারী) সঙ্গে ২১০
চার. সুলাইমান এবং উলামায়ে কিরাম ২১১
১. রজা ইবনু হাইওয়া ২১১
২. সুলাইমান এবং আবু হাজিমের শিক্ষণীয় সংলাপ ২১৩
পাঁচ. সুলাইমানের সৌহার্দ্য এবং পুত্র আইয়ুবের মৃত্যু ২১৬
১. বিশ্বস্তদের প্রতি সুলাইমানের সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ ২১৬
২. আইয়ুব ইবনু সুলাইমানের মৃত্যু ২১৭
ছয়. সুলাইমানের পানাহার এবং কবিদের প্রসংশা ২১৯
১. সুলাইমান এবং পানাহার ২১৯
২. গান-বাজনার ব্যাপারে তার অবস্থান ২২০
৩. তাকে নিয়ে কবিদের প্রশংসাগাথা ২২১
সাত. পরবর্তী খলিফা নিয়োগ এবং সুলাইমানের ইন্তেকাল (৯৯ হিজরি) ২২১

নবম অধ্যায়

আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনু
আবদুল আজিজের শাসনকাল-২২৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও খিলাফত ২২৯
এক. নাম, উপনাম, উপাধি ও পরিবার ২২৯
১. তার পিতা ২৩০
২. উমর ইবনু আবদুল আজিজের মাতা ২৩১
৩. জন্ম ও জন্মস্থান ২৩৩
৪. উমাইয়া বংশের আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব ২৩৩
৫. তার ভ্রাতৃবৃন্দ ২৩৪
৬. উমর ইবনু আবদুল আজিজের সন্তানসন্ততি ২৩৪
৭. উমরের স্ত্রীগণ ২৩৫
৮. দৈহিক বৈশিষ্ট্য ২৩৬
দুই. উমর ইবনু আবদুল আজিজের মানসজগৎ ২৩৬
১. পারিবারিক শিক্ষা ২৩৬
২. প্রাথমিক শিক্ষা এবং কুরআন হিফজ করা ২৩৭
৩. সামাজিক শিক্ষা ২৪২
৪. মদিনায় উমর ইবনু আবদুল আজিজের বিশেষ পরিচর্যা লাভ ২৪৩
তিন. উমর ইবনু আবদুল আজিজের ইলমি অবস্থান ২৪৬
চার. ওলিদের যুগে উমর ইবনু আবদুল আজিজ ২৪৮
১. মদিনার দায়িত্বে উমর ইবনু আবদুল আজিজ ২৪৯
২. উমর ইবনু আবদুল আজিজের কাউন্সিল গঠন ২৪৯
৩. উমর ইবনু আবদুল আজিজের শাসনামলে দুঃখজনক ঘটনা ২৫২
৪. উমর ইবনু আবদুল আজিজকে নসিহত ২৫৩
৫. ওয়ালিদের খিলাফতকালে উমর ও হাজ্জাজের মধ্যকার সম্পর্ক ২৫৪
৬. উমরের দামেশক প্রত্যাবর্তন ২৫৪
৭. ওয়ালিদকে উমর ইবনু আবদুল আজিজের পরামর্শ ২৫৬
৮. খারিজিদের সঙ্গে উমরের বোঝাপড়া ২৫৮
৯. ওয়ালিদের প্রতি উমরের আরেকটি বিশেষ নসিহত ২৫৮
পাঁচ. সুলাইমানের শাসনামলে উমর ইবনু আবদুল আজিজ ২৫৯
১. উমরের সঙ্গে সুলাইমানের ঘনিষ্ঠতার সূত্রসমূহ ২৫৯

২. সুলাইমানের প্রতি উমরের প্রভাব ২৬০
৩. সুলাইমানকে উমরের নিষেধাজ্ঞা ২৬১
৪. সুলাইমানের ব্যাপারে উমরের আপত্তি ২৬১
৫. সুলাইমানের প্রতি উমরের উৎসাহ-বাক্য ২৬২
৬. 'আমি তো দেখছি দুনিয়াবাসী পরস্পরকে খেয়ে ফেলছে' ২৬২
৭. 'কাল কিয়ামতে এরাই আপনার প্রতিপক্ষ' ২৬৩
৮. সুলাইমান এবং জায়েদ ইবনু হাসানের মধ্যকার সম্পর্ক ২৬৩
ছয়. উমর ইবনু আবদুল আজিজের খিলাফত লাভ ২৬৪
১. খলিফা হিসেবে উমর ইবনু আবদুল আজিজের প্রথম ভাষণ ২৬৮
২. কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জীবনযাপনে আগ্রহ ২৭১
৩. উমর ইবনু আবদুল আজিজের পরামর্শসভা ২৭৩
৪. রাষ্ট্রে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ২৭৬
ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার দুরকম পদ্ধতি রয়েছে ২৭৭
অন্যায়-অবিচার রোধে উমরের কর্মপন্থা ২৭৮
বনু উমাইয়ার জুলুমের অবসান ২৮৩
বনু উমাইয়ার শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথগ্রহণ ২৮৭
বনু উমাইয়া কর্তৃক উমরের ফুপুকে প্রেরণ ২৮৮
বনু উমাইয়ার সম্মিলিত বিরোধিতার অবসান ২৮৯
জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া ২৮৯
অত্যাচারী প্রশাসকদের অপসারণ ২৯১
মাওয়ালি তথা আজাদকৃত দাসদেরকে জুলুম থেকে রক্ষা করা ২৯৩
জিম্মিদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবিধান ২৯৫
সমরকন্দবাসীর জন্য ন্যায়প্রতিষ্ঠা ২৯৮
সহজপন্থা অবলম্বন ৩০০
কর হ্রাসকরণ ৩০০
জুলুমের অবসান ও জাকাতগ্রহণ ৩০১
বাহনজন্তুকে লোহা দিয়ে খোঁচা মারতে ও ভারী লাগাম পরাতে নিষেধাজ্ঞা ৩০৪
৫. সাম্য প্রতিষ্ঠা ৩০৪
৬. উমরের রাষ্ট্রে স্বাধীনতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উমর ইবনু আবদুল আজিজের গুণাবলি এবং সংস্কার কর্ম ৩১৩
এক. তার মহৎ গুণাবলি ৩১৩

১. তাকওয়া বা খোদাভীতি ৩১৪
২. দুনিয়াবিমুখতা ৩১৬
৩. তাওয়াজু বা বিনয় ৩২০
৪. পরহেজগারি ৩২৩
৫. সহনশীলতা, উদারতা ও ক্ষমাশীলতা ৩২৫
৬. ধৈর্য ৩২৭
৭. নির্ভীকতা ৩২৮
৮. ন্যায়পরায়ণতা ৩৩০
৯. দুআ ও দুআর কবুলিয়ত ৩৩১
দুই. উমরের সাংস্কারিক রূপরেখা ৩৩৪
১. উমরের খিলাফতের কিছু উন্নয়ন-চিত্র ৩৩৫
২. মুজাদ্দিদের গুণাবলি ও শর্তসমূহ ৩৪০
৩. নবিজির নিম্নোক্ত হাদিসটির পাঠ, শিক্ষা ও ফায়দা ৩৪৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদার প্রতি উমর ইবনু আবদুল আজিজের গুরুত্ব প্রদান ৩৪৮
এক. তাওহিদ বা একত্ববাদ ৩৪৮
দুই. আসমাউল হুসনা-সংক্রান্ত আকিদা ৩৫৬
তিন. আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে আকিদা ৩৬১
১. আল্লাহ তাআলার ব্যক্তিসত্তা ৩৬৩
২. আল্লাহ তাআলার চেহারা ৩৬৩
৩. আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ৩৬৪
চার. কবরকে সিজদার জায়গা বানাতে নিষেধাজ্ঞা ৩৬৫
পাঁচ. উমরের কাছে ঈমানের অর্থ ও তাৎপর্য ৩৬৬
ছয়. আখিরাতের প্রতি ঈমান ৩৭০
১. কবরের আজাব ও সুখ-শান্তি ৩৭০
২. কিয়ামত দিবস ও বিচারকার্যের ওপর ঈমান ৩৭১
৩. মিজান বা দাঁড়িপাল্লা ৩৭৪
৪. হাউজে কাউসার ৩৭৬
৫. পুলসিরাত ৩৭৬
৬. জান্নাত-জাহান্নাম ৩৭৯
৭. জান্নাতে মুমিনের আল্লাহর দর্শন লাভ ৩৮১

সাত. কুরআন-সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশিদিনের পদাঙ্ক অনুসরণ ৩৮২
১. কুরআন-সুন্নাহ ৩৮২
২. খুলাফায়ে রাশিদিনের পথ-পন্থার অনুসরণ ৩৮৩
৩. স্বভাবজাত নির্দেশনা গ্রহণ ৩৮৬
আট. সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের মতবিরোধ বিষয়ে উমর ইবনু আবদুল আজিজের অবস্থান ৩৮৭
নয়. আহলে বাইতের ব্যাপারে উমর ইবনু আবদুল আজিজের মনোভাব ও অবস্থান ৩৮৯

সূচিপত্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিয়া, খারিজি, কাদরিয়্যা, মুরজিয়া ও জাহমিয়্যাদের ব্যাপারে উমরের অবস্থান ১৭
এক. খারিজিদের ব্যাপারে তার অবস্থান ১৭
১. উমর ইবনু আবদুল আজিজের বিরুদ্ধে খারিজিদের বিদ্রোহ এবং তার অবস্থান ১৯
২. খারিজিদের সঙ্গে উমর ইবনু আবদুল আজিজের বিতর্ক ২০
৩. খারিজিদের সঙ্গে যুদ্ধের কারণ ২৯
৪. খারিজিদের সম্পদ তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া ২৯
৫. খারিজি বন্দিদের আটক রাখা ৩০
দুই. শিয়া মতবাদ ৩০
তিন. উমরের যুগে কাদরিয়্যা মতবাদ ৩২
১. কাদরিয়্যা মতবাদের পারিভাষিক সংজ্ঞায়ন ৩২
২. কাদরিয়্যাদের বিকাশ ও উদ্ভব ৩২
৩. প্রথম হিজরি শতকে কাদরিয়্যাদের বিকাশলাভ পর্যন্ত বিভিন্ন মতবাদ ও ফিরকার আত্মপ্রকাশ ৩৩
৪. তাকদিরের স্তরভেদ ৪০
৫. পরিভাষায় কাজা (সিদ্ধান্ত) ও কদর (ভাগ্য)-এর মধ্যকার পার্থক্য ৪৬
৬. কাজা ও কদরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা ৪৭
চার. মুরজিয়া মতবাদ ৪৮
পাঁচ. জাহমিয়্যা মতবাদ ৫১
ছয়. মুতাজিলা ৫৬
১. মুতাজিলা তৎপরতা ও নামকরণের কারণ ৫৬
২. মুতাজিলাদের দল-উপদল ৫৭
৩. পূর্ববর্তী ফিরকাগুলোর আকিদা গ্রহণে মুতাজিলাদের ভূমিকা ৫৮

১. সিফাত অস্বীকার ৬১
২. কুরআন মাখলুক, আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ না পাওয়া ৬১
৩. মুতাজিলা ফিরকার পঞ্চনীতি ৬২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উমর ইবনু আবদুল আজিজের সামাজিক জীবন এবং
ইলম ও দাওয়াতের ময়দানে তার অবদান ৬৩
এক. সামাজিক জীবন ৬৩
সন্তানসন্ততি ও পরিবার ৬৩
১. সন্তানদের কুরআন শিক্ষা ৬৪
৩. মানুষের সহমর্মী হওয়া ও তাদের প্রতি সুধারণা রাখা ৬৪
৪. সন্তান প্রতিপালনে ভারসাম্যপূর্ণতা ও নম্র আচরণ ৬৫
৫. সন্তানদের সাথে ইনসাফ ও সমতা বিধান ৬৬
৬. উত্তম আদর্শ ও শিষ্টাচারে দীক্ষিত করা ৬৭
৭. দুনিয়াবিমুখতা এবং জীবিকায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন ৬৭
৮. সন্তানদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ ৭০
১. সৎ এবং যোগ্য শিক্ষক নির্বাচন ৭২
২. সিলেবাস প্রণয়ন ৭২
৩. শিক্ষাপ্রদানের পদ্ধতি নির্ধারণ ৭৩
৪. পাঠদানের সময় এবং প্রণিধানযোগ্য বিষয় নির্ধারণ ৭৩
৫. শিক্ষার প্রভাবের প্রতি লক্ষ রাখা ৭৪
১. ইবাদত ও রোনাজারি ৭৫
২. জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা ৭৬
৩. পিতার প্রতি ছেলের নসিহত ৭৭
৪. ধর্মীয় বিষয়ে দৃঢ়তা ও সততা ৭৭
৫. অসুস্থতা ও মৃত্যু ৭৮
উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহর সামাজিক জীবন ৮০
১. সমাজ সংস্কারের প্রতি গুরুত্বারোপ ৮০
২. জনগণকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ৮৪
৩. ভুল ধারণা সংশোধন ৮৫
৪. গোত্রপ্রীতির বিরুদ্ধে অবস্থান ৮৮
৫. রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মানে দাঁড়ানো ৯১
৬. জ্ঞানী-গুণীদের মূল্যায়ন করা ৯২

৭. অন্তর এবং জিহ্বা : এ দুটি অঙ্গের মাধ্যমেই মানুষকে চেনা যায় ৯৪
৮. এক মিশরীয় নিঃস্ব নারীর অভিযোগ ৯৬
৯. মুসলিম বন্দিদের মুক্তি ৯৭
১০. ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ ৯৮
১১. রোমে বন্দি অন্ধ মুসলিমের ঘটনা ৯৮
১২. ইরাকি মহিলার গল্প ১০০
১৩. ভাতা ব্যবস্থা জারি করা ১০১
১৪. অভাবীদের অভাব দূর করা ১০২
১৫. বাইতুল মাল থেকে মোহর প্রদানের ব্যবস্থা ১০৩
১৬. সামাজিক বৈষম্য দূর করা ১০৩
১৭. দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ১০৪
১৮. বয়োবৃদ্ধ অসহায় জিম্মির জন্য ভাতা ১০৬
১৯. আহলে কিতাবদের সঙ্গে খাবার গ্রহণ ১০৬
২০. উমর ইবনু আবদুল আজিজের কবিতাপ্রীতি ১০৬
২১. জুহদের কবিতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এবং কবি সাবিক বারবারির সঙ্গে তার সম্পর্ক
২২. কবি দুকাইন ইবনু রজা ১০৯
সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে উমর ইবনু আবদুল আজিজের গৃহীত কিছু মূলনীতি ১১১
দুই. আলিমদের সঙ্গে উমর ইবনু আবদুল আজিজের সম্পর্ক ১১২
১. খলিফার সংস্কার-কর্মে সহযোগিতা করা ১১৪
২. খলিফাকে নসিহত প্রদান করা এবং দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ১১৭
৩. রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদ ও দায়িত্বে আলিমদের অংশগ্রহণ ১১৯
তিন. উমর ইবনু আবদুল আজিজ ও উমাইয়া সাম্রাজ্যের ইলমি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২০
১. শামের মাদরাসা ১২১
২. মদিনার মাদরাসা ১২৫
৩. মক্কার মাদরাসা ১২৬
৪. বসরার মাদরাসা ১২৯
৫. কুফার মাদরাসা ১৩২
৬. ইয়ামানের মাদরাসা ১৩৪
৭. মিসরের মাদরাসা ১৩৮
৮. উত্তর আফ্রিকার মাদরাসা ১৩৮
চার. কুরআন তাফসিরের ক্ষেত্রে তাবেয়িগণের পদ্ধতি ১৪০

১. আয়াতের দ্বারা আয়াতের তাফসির ১৪০
২. সুন্নাহর মাধ্যমে কুরআনের তাফসির ১৪৬
৩. সাহাবিদের বক্তব্য দ্বারা কুরআনের তাফসির ১৫১
৪. আরবি ভাষা ১৫৫
৫. ইজতিহাদ ১৫৫
পাঁচ. হাদিসশাস্ত্রে উমর ইবনু আবদুল আজিজ ও তাবেয়িগণের অবদান ১৫৫
১. সনদের আবশ্যকতা ১৬৩
২. বিভিন্ন ইলমি হালকা ১৬৪
৩. শব্দে শব্দে হাদিস বর্ণনার প্রতি আগ্রহ ১৬৪
৪. বর্ণনাকারীর অবস্থা জানার জন্য জরাহ-তাদিলের সূচনা ১৬৪
৫. ফাতওয়া প্রদান এবং বিচারকার্য সম্পাদন ১৬৫
৬. হাদিস বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতা যাচাই ১৬৬
ছয়. তাবেয়িদের যুগে ইলমে তাসাউফ ১৬৭
১. উমাইয়া সাম্রাজ্য এবং উমর ইবনু আবদুল আজিজের সময় হাসান বসরি ১৬৭
২. তাসাউফ ও হাসান বসরি ১৭১
৩. তাসাউফে হাসান বসরির প্রসিদ্ধ শিষ্যগণ ১৮৬
৪. মুতাজিলা মতাদর্শ থেকে হাসান বসরির দায়মুক্তি ১৯৩
৫. হাসান বসরির দৃষ্টিতে ন্যায়পরায়ণ শাসক ১৯৮
৬. হাসান বসরির চোখে দুনিয়া ২০১
৭. বিদ্রোহের ব্যাপারে হাসান বসরির অবস্থান ২০৩
৮. যে সম্প্রদায়ে এমন ব্যক্তি থাকে তারা কীভাবে পথভ্রষ্ট হতে পারে? ২০৭
৯. হাসান বসরির মৃত্যু ২০৭
সাত. উমর ইবনু আবদুল আজিজের শাসনামলে বিজয়াভিযান ও
কনস্টান্টিনোপল থেকে অবরোধ প্রত্যাহার ২০৯
আট. ব্যাপক দাওয়াতের প্রতি গুরুত্বারোপ ২১৪
১. দাঈদের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ ২১৪
২. আলিমগণকে ইসলামি জ্ঞান প্রচার-প্রসারের উদ্বুদ্ধকরণ ২১৬
৩. মুসলিম উম্মাহর মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্বারোপ ২১৬
৪. উত্তর আফ্রিকায় বিদগ্ধ আলিমগণকে প্রেরণ ২১৭
৫. ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য অঞ্চলের রাজা-বাদশাদের নিকট প্রেরিত
দাওয়াতি চিঠিপত্র ২২৪
৬. অমুসলিমদেরকে ইসলামগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা ২২৫

৭. জিম্মিদের জন্য বিশেষ নীতি সংশোধন ২২৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উমর ইবনু আবদুল আজিজের অর্থনৈতিক সংস্কার ২২৭
এক. উমর ইবনু আবদুল আজিজের অর্থনৈতিক নীতির লক্ষ্যসমূহ ২২৮
১. ইনসাফপূর্ণ পন্থায় সমুদয় অর্থ-সম্পদ বণ্টন করা ২২৮
২. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক সচ্ছলতা ২৩০
দুই. অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উমর ইবনু আবদুল আজিজের কর্মপন্থা ২৩১
১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুযোগ কাজে লাগানো ২৩১
২. কৃষিখাতে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন ২৩৩
তিন. আমদানির ক্ষেত্রে উমর ইবনু আবদুল আজিজের অর্থনৈতিক নীতিমালা ২৩৯
১. জাকাত ২৪০
২. জিজিয়া ২৪২
৩. খারাজ ২৪৪
৪. উশর ২৪৫
৫. গনিমত ২৪৮
চার. উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহর ব্যয়-সংক্রান্ত নীতিমালা ২৫০
১. সামাজিক কল্যাণে ব্যয় ২৫০
২. রাষ্ট্রীয় কল্যাণ খাতে অর্থ-সম্পদ বিনিয়োগ ২৫৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উমর ইবনু আবদুল আজিজের শাসনামলের বিচারব্যবস্থা এবং তার কিছু ফিকহি ইজতিহাদ ২৬১
এক. বিচার এবং সাক্ষ্য ২৬১
১. বিচারকের গুণাবলি ২৬১
২. বিচারক যে বিষয় সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন সে বিষয়ে ফায়সালা করবেন আর যে বিষয় তার নিকট অস্পষ্ট হবে তা মওকুফ রাখবেন ২৬২
৩. নির্বোধের প্রতি দয়াপ্রদর্শন এবং রাগের মাথায় শাস্তি প্রদানে নিষেধাজ্ঞা ২৬৩
৪. শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের পরিবর্তে ভুলে ক্ষমা করে দেওয়াটাই উত্তম ২৬৪
৫. ধারণার বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করা যাবে না ২৬৪

৬. গভর্নরদের জন্য প্রদত্ত হাদিয়ার ক্ষেত্রে উমর ইবনু আবদুল আজিজ ২৬৬
৭. শরিয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ ২৬৭
৮. কারও হাতে অনিচ্ছকৃতভাবে অন্যের আমানত নষ্ট হয়ে গেলে তাকে কসম করতে হবে ২৬৭
৯. বিচার বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত দলিল-প্রমাণের প্রভাব ২৬৮
১০. হারানো উটের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা ২৬৮
১১. কুড়িয়ে পাওয়া শিশু সন্তান স্বাধীন বলেই গণ্য হবে ২৬৮
১২. আপন ভাই কিংবা পিতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান ২৬৯
দুই. কিসাস-সংক্রান্ত নীতিমালায় উমর ইবনু আবদুল আজিজের ভূমিকা ২৬৯
১. ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির স্বজনেরা চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারে, চাইলে রক্তপণ গ্রহণ করতে পারে; চাইলে ঘাতককে হত্যাও করতে পারে ২৬৯
২. নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা ২৬৯
৩. কয়েকজন অভিভাবক ক্ষমা করে দিলেই কিসাস রহিত হয়ে যায় ২৬৯
৪. রক্তপণ গ্রহণের পর হত্যার ক্ষেত্রে ২৬৯
৫. কাউকে নিহত অবস্থায় বাজারে পাওয়া গেলে ২৭০
৬. ভিড়ের চাপে কেউ মৃত্যুবরণ করলে ২৭০
তিন. রক্তপণ-সংক্রান্ত নীতিমালায় উমর ইবনু আবদুল আজিজের ভূমিকা ২৭০
চার. দণ্ডবিধি-সংক্রান্ত নীতিমালায় উমর ইবনু আবদুল আজিজের ভূমিকা ২৭৪
১. দণ্ডবিধি কার্যকরের গুরুত্ব ২৭৪
২. ইমামুল মুসলিমিনের নিকট কোনো দণ্ডবিধির অপরাধমূলক সংবাদ পৌঁছার পর তার জন্য পিছু হটার সুযোগ নেই ২৭৪
৩. এক ব্যক্তির ওপর একাধিক দণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে ২৭৪
৪. খলিফাতুল মুসলিমিনের সঙ্গে পরামর্শ করেই কেবল কারও হাত-পা কর্তন করা যাবে কিংবা শূলীতে চড়ানো যাবে ২৭৫
৫. যাকে অপবাদ আরোপ করা হবে, দণ্ডবিধি প্রয়োগের জন্য তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে ২৭৫
৬. কেউ আপন ছেলেকে অপবাদ আরোপ করলে ঠিকই দণ্ডবিধি বহাল থাকবে ২৭৬
৭. মুসলমানের বিবাহবন্ধনে থাকা কোনো খ্রিষ্টান নারীকে অপবাদ আরোপের শাস্তি ২৭৬
৮. কোনো মহিলা নিজের মাধ্যমে কোনো পুরুষকে অপবাদ আরোপ করলে ২৭৭
৯. চোর চুরি করে বের হওয়ার পূর্বেই ধরা পড়লে তার হাত কাটার বিধান ২৭৮
১০. কাফন চোরের হাত কাটা হবে ২৭৮
১১. কেউ দ্বিতীয়বার মদ পান করলে তার শাস্তি ২৭৮
১২. মদ পরিবেশনকারীর শাস্তি ২৭৮

১৩. মদের পাশাপাশি মদ পরিবেশন করার পাত্রসমূহ ধ্বংস করে ফেলা ২৭৯
১৪. কাফিরদের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রে মদ প্রবেশ করানো ২৭৯
১৫. জাদুকরের শাস্তি ২৮০
১৬. মুরতাদকে তাওবা করানো ২৮০
১৭. মুরতাদকে তাওবা করানোর পদ্ধতি ২৮০
১৮. মুরতাদ মহিলার শাস্তি ২৮১
পাঁচ. বিচারক বা শাসকের বিবেচনায় প্রদত্ত শাস্তির ক্ষেত্রে উমর ইবনু আবদুল আজিজের ভূমিকা ২৮২
১. প্রহারের সর্বোচ্চ শাস্তি হলো তাজির ২৮২
২. ধারণার বশবর্তী হয়ে কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। তেমনইভাবে কোনো অপবাদের ভিত্তিতে কাউকে প্রহার করা যাবে না ২৮৩
৩. অঙ্গবিকৃতির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ২৮৪
ছয়. কারাবন্দিদের ব্যাপারে উমর ইবনু আবদুল আজিজের নির্দেশনা ২৮৫
১. অভিযুক্ত বন্দিদের ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ ২৮৫
২. বন্দিদের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ ২৮৫
৩. মহিলাদের জন্য বিশেষ কারাগার ২৮৬
সাত. জিহাদের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহর নির্দেশনা ২৮৭
১. জিহাদে অংশগ্রহণে বয়সের সীমারেখা ২৮৭
২. অমুসলিমদের সাথে জিহাদ শুরু করার পদ্ধতি ২৮৭
৩. ইসলামি সীমান্ত পাহারা দেওয়ার সময় কাল ২৮৮
৪. লড়াই অবস্থায় শত্রুর অর্থ-সম্পদে হস্তক্ষেপ ২৮৮
৫. শত্রুর কাছে ঘোড়া বিক্রি ২৮৮
৬. মোটা অঙ্কের বিনিময়ে হলেও মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করা ২৮৮
৭. নারী-পুরুষ, গোলাম এবং জিম্মিদের মুক্তকরণ ২৮৯
৮. বন্দি হত্যায় তার অসন্তুষ্টি ২৮৯
আট. বিবাহ-তালাক-সংক্রান্ত নীতিমালায় উমর ইবনু আবদুল আজিজের ভূমিকা ২৯০
১. অভিভাবক ছাড়াই মহিলাদের বিয়ে ২৯০
২. একই পাত্রীকে দুই অভিভাবক দুই জায়গায় বিয়ে দেওয়া ২৯০
৩. যার সাথে ব্যভিচার করা হয়েছে তাকেই বিয়ে করা ২৯০
৪. বন্দি ব্যক্তির স্ত্রীর বিয়ে ২৯১
৫. নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর বিয়ে ২৯১
৬. বিয়ের পর মিলনের পূর্বে মৃত্যুশয্যায় উপনীত হয়ে স্ত্রীকে তালাক দিলে মোহরানার বিধান ২৯২

৭. মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সময় পিতা নিজের জন্য শর্তারোপ করা ২৯২
৮. খেলাচ্ছলে তালাক দিলেও তালাক পতিত হবে ২৯২
৯. জোরজবরদস্তি করে তালাক প্রদান ২৯৩
১০. অর্ধেক তালাক প্রদান ২৯৩
১১. স্ত্রীকে ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে যদি সে নিজেই নিজের ওপর তালাক প্রদান করে ২৯৩
১২. কাফিরের বিবাহাধীন নারী ইসলাম গ্রহণ করলে ২৯৩
১৩. অনুপস্থিত স্বামীর জন্য অপেক্ষার মেয়াদকাল ২৯৪

অষ্টম পরিচ্ছেদ

উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ তার প্রশাসনিক দক্ষতা, শেষ জীবন ও মৃত্যু ২৯৬
এক. উমর ইবনু আবদুল আজিজের প্রসিদ্ধ শাসকগণ ২৯৬
১. হাজ্জাজ ইবনু আবদুল্লাহ আল হাকামি (খোরাসান ও সিজিস্তানের শাসক) ২৯৬
২. আদি ইবনু আরতাত আল ফাজারি (বসরার শাসক) ২৯৭
৩. আবদুল হামিদ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু জায়েদ ইবনু খাত্তাব (কুফার শাসক) ২৯৯
৪. উমর ইবনু হুবাইরা (আল-জাজিরার শাসক) ২৯৯
৫. আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনু হাজাম (মদিনার শাসক) ২৯৯
৬. আবদুল আজিজ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উসাইদ আল উমাবি (মক্কার শাসক) ৩০০
৭. রিফায়া ইবনু খালিদ ইবনু সাবিত আল ফাহমি (মিসরের শাসক) ৩০০
৮. ইসমাইল ইবনু উবাইদুল্লাহ ইবনু আবু মুহাজির মাখজুমি (মরক্কোর শাসক) ৩০০
৯. সামাহ ইবনু মালিক (আন্দালুসের শাসক) ৩০১
দুই. প্রশাসক নির্বাচনে উমর ইবনু আবদুল আজিজের বিচক্ষণতা ৩০১
তিন. রাষ্ট্রপরিচালনায় প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ৩০৩
চার. রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ৩০৭
পাঁচ. উমর ইবনু আবদুল আজিজের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ৩০৮
ছয়. উমর ইবনু আবদুল আজিজের প্রশাসনিক নিরাপত্তা ৩১১
সাত. প্রশাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণে উমর ইবনু আবদুল আজিজের ভারসাম্যনীতি ৩১৭
বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ ৩১৮
আট. উমর ইবনু আবদুল আজিজের প্রশাসনিক নম্রনীতি ৩২০
১. সঠিক সময়ে নামাজ আদায় ৩২৩
২. রামাদান শেষ করে তার পর বের হতে! ৩২৩

৩. মানুষকে কষ্ট দিয়ো না, তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করো না, তাদেরকে জটিলতায় ফেলো না! ৩২৩
৪. সমঝোতা ও কথাবার্তায় কোমলতা ৩২৪
৫. বুদ্ধিবৃত্তিক কোমলতা ৩২৪
নয়. উমর ইবনু আবদুল আজিজের প্রশাসনে সময়ের গুরুত্ব ৩২৫
দশ. প্রশাসনিক কার্যবণ্টনের নীতি ৩২৯
সংস্কার কার্যক্রম সফল হওয়ার কিছু নেপথ্য কারণ ৩৩১
ইসলামি সাম্রাজ্যে কুরআন-সুন্নাহর বিধান বাস্তবায়নের প্রভাব ৩৩২
ঐশী বিধানের কিছু বৈশিষ্ট্য ৩৩৩
আল্লাহ তাআলার আদেশ বাস্তবায়ন; ইহকালীন ও পরকালীন প্রভাব ৩৩৬
ইহকালীন প্রভাব ৩৩৬

জীবনসায়াহ্নে উমর ইবনু আবদুল আজিজ এবং অন্তিম মুহূর্ত ৩৪৬
১. উমর ইবনু আবদুল আজিজের সর্বশেষ ভাষণ ৩৪৬
২. বিষপানের ঘটনা ৩৪৭
৩. কবরের জায়গা কেনা ৩৪৯
৪. পরবর্তী খলিফা ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিকের প্রতি ওসিয়তনামা ৩৪৯
৫. মৃত্যুর সময় সন্তানদের প্রতি অসিয়ত ৩৫১
৬. গোসল ও কাফনদাতাকে অসিয়ত ৩৫৩
৭. সহজ মৃত্যুকে অপছন্দ করা ৩৫৪
৮. মৃত্যুর সময়ের অবস্থা ৩৫৪
৯. মৃত্যু তারিখ ৩৫৫
১০. উমর ইবনু আবদুল আজিজের রেখে যাওয়া সম্পদ ৩৫৫
১১. মৃত্যুর পর উমর ইবনু আবদুল আজিজের ব্যাপারে প্রশংসা বাণী ৩৫৭
১২. তার সম্বন্ধে বর্ণিত বিভিন্ন কারামত ৩৫৯
১৩. শোকগাঁথা ৩৬০

দশম অধ্যায়

আবদুল মালিকের দুই সন্তান-৩৬৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিক ৩৬৫
এক. খিলাফতপূর্ব জীবন ৩৬৫
দুই. খিলাফতপ্রাপ্তি ৩৬৬

১. ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিকের ব্যক্তিত্ব ৩৬৭
২. দ্বিতীয় কারণ ৩৬৮
ইতিহাসগ্রন্থে ইয়াজিদের দাসীর বিবরণ ৩৬৯
আবদুর রহমান ইবনু জাহহাককে বরখাস্তের ঘটনা ৩৭০
আবদুল মালিকের পুত্রদ্বয় ইয়াজিদ ও হিশাম ৩৭১
তিন. অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহসমূহ ৩৭২
১. ইয়াজিদ ইবনু মুহাল্লাবের বিদ্রোহ ৩৭২
২. খারিজিদের বিদ্রোহ ৩৭৩
৩. ইহুদি শিরিমের বিদ্রোহ ৩৭৪
৪. আন্দালুসে বালাইয়ের বিদ্রোহ ৩৭৫
৫. অ্যাচিলার আন্দোলন ৩৭৭
চার. ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিকের প্রশাসনিক নীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ৩৭৮
১. ইয়াজিদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশাসনিক গুণ ৩৮০
২. প্রাদেশিক প্রশাসন নীতি ৩৮২
৩. ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিকের প্রসিদ্ধ কিছু শাসক ৩৮৩
৪. ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিকের অর্থনৈতিক নীতি ৩৮৩
পাঁচ. ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিকের আমলে বিজয়সমূহ ৩৮৬
১. মা-ওয়ারাউন নাহারের দেশগুলোতে বিজয় ৩৮৬
২. আর্মেনিয়ার বিজয়সমূহ ৩৮৮
৩. রোম সাম্রাজ্যে বিজয়সমূহ ৩৯১
৪. ভূমধ্য সাগরে জিহাদ ৩৯২
৫. গল অঞ্চলের বিজয় ৩৯২
৬. ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিকের মৃত্যু ৩৯৫

সূচিপত্র

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হিশাম ইবনু আবদুল মালিক ১৫
এক. নাম বংশ ও শৈশব ১৫
দুই. খিলাফত-প্রাপ্তির প্রচেষ্টা ও অর্জন ১৬
তিন. খিলাফত লাভ ১৮
চার. তার ব্যক্তিগত জীবনীর কিছু অংশ ১৮
১. হিশামের কার্পণ্য ১৮
২. মদপানের অপবাদ ১৯
৩. তার কবিতা ১৯
৪. উপঢৌকন গ্রহণ ১৯
৫. হিশামের কিছু গুণ ২০
পাঁচ. সন্তানাদি ও আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ২০
১. সন্তানদের প্রতি তার শিক্ষাদান ২০
২. রাষ্ট্রীয় যুদ্ধসমূহে তাদের অংশগ্রহণ ২১
৩. পরবর্তী খলিফা ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদের সঙ্গে হিশামের সম্পর্ক ২২
৪. মারওয়ান পরিবার এবং অন্যান্য উমাইয়াদের সাথে তার সম্পর্ক ২৩
৫. বনু মাখজুমের মামাদের প্রতি তার আচরণ ২৪
ছয়. সামাজিক জীবন ২৪
১. প্রজাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ২৪
২. আরব বেদুঈন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে তার ব্যবহার ২৫
৩. চেহারার কারণে নয়, বুদ্ধির কারণে সে আমার কাছে গ্রহণযোগ্য ২৬
৪. বাঁদির সাথে হিশামের আচরণ ২৭
৫. আপনার শত্রুর দান আমার গলার হার, যা আমার লাশের গোসলদাতা ব্যতীত অন্য কেউ খুলতে পারবে না ২৭

৬. তুমি স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্য হয়ে দায়িত্ব নেবে ২৭
৭. হাত চুম্বন অপছন্দকরণ ২৮
৮. তাউস ইবনু কাইসানের জানাজার সঙ্গে গমন ২৮
৯. তার আমলে ভ্রান্ত মতবাদগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ২৯
১০. কবি কুমাইতকে ক্ষমা প্রদান ৩২
১১. হিশামের দৈনন্দিন রুটিন ও তার সভা ৩৩
১২. ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় তার আগ্রহ ৩৩
১৩. অন্যান্য জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য জানার ক্ষেত্রে তার উদ্যোগ ৩৪
১৪. আহলে কিতাবের সাথে তার আচরণ ৩৪
সাত. হিশাম ইবনু আবদুল মালিকের আমলে উলামায়ে কিরাম ৩৪
১. হিশামের প্রতি আতা ইবনু আবু রাবাহ রাহিমাহুল্লাহুর উপদেশ ৩৫
২. হিশাম ও খালিদ ইবনু সাফওয়ান ৩৬
৩. হিশাম ও সালিম ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু ওমর ৩৭
আট. হিশামের আমলে এবং উমাইয়া খিলাফতে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু শিহাব জুহরির ভূমিকা ৩৮
১. শিক্ষা-দীক্ষা ৪০
২. তারা মেধা, মুখস্থ শক্তি ও উক্তি ৪২
৩. উদারতা ৪৩
৪. তার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের প্রশংসা ৪৪
৫. জুহরি ও হাদিস প্রচার ৪৫
৬. জুহরি ও উমাইয়াদের সাথে তার সম্পর্ক ৪৮
৭. ইমাম জুহরির ব্যাপারে শিয়া ও পশ্চিমাদের কটূক্তি ৫৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হিশামের আমলে প্রশাসনিক ও আর্থিক নীতি ৬৬
এক. প্রশাসনিক নীতি ৬৬
১. শাম ৬৬
২. ইরাক ৬৮
৩. খোরাসান মা-ওয়ারাউন নাহারের অঞ্চলসমূহের প্রশাসকগণ ৬৯
৪. আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের প্রশাসকগণ ৭০
৫. আল জাজিরা ও মসুল ৭১
৬. হিজাজ অঞ্চল ৭২
৭. মিসর ৭২
৮. আফ্রিকা ৭৩

৯. আন্দালুস ৭৩
১০. ইয়ামান ৭৪
১১. ইয়ামামা ৭৪
দুই. আর্থিক নীতি ৭৭
১. কৃষি সম্পত্তিকে উমর ইবনু আবদুল আজিজ-পূর্ব নীতিতে প্রত্যাবর্তন ৭৭
২. কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি সাধনে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ৭৭
৩. রাস্তা নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ ৭৮
৪. শহর দুর্গ প্রাচীর ও বাজারঘাট নির্মাণ ৭৯
৫. ভাতা ৮০
৬. ওয়াকফ মন্ত্রণালয় ৮১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিশাম ইবনু আবদুল মালিকের আমলের বিদ্রোহ ৮২
এক. জায়েদ ইবনু আলি ইবনু হুসাইনের বিদ্রোহ ৮২
১. নাম ও বংশ ৮২
২. জায়েদ ইবনু আলির শাইখগণ ৮৫
মৃত্যু ৯০
৩. জাফর সাদিক ও জায়েদ ইবনু আলির মাঝে সম্পর্ক ৯৯
দুই. জায়েদ ইবনু আলির বিদ্রোহের কারণগুলো ১০৩
তিন. বাইআত ও শাহাদত ১০৬
১. আবদুল্লাহ ইবনু হাসান ইবনু হাসান ইবনু আলি ইবনু আবু তালেব ১০৭
২. দাউদ ইবনু আলি ১০৭
৩. সালামা ইবনু কুহাইল ১০৮
৪. শিয়া রাফিজিদের জায়েদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং বিশ্বাসঘাতকতা করা ১০৯
৫. জায়েদের শাহাদত ১১১
চার. জায়েদের বিদ্রোহ বিফল হওয়ার নেপথ্য কারণসমূহ ১১২
পাঁচ. জায়েদের বিদ্রোহে উলামায়ে কিরামের অবস্থান ১১৫
ছয়. উমাইয়া সাম্রাজ্যে জায়েদ হত্যার প্রভাব ১১৮
সাত. উত্তর আফ্রিকায় বার্বারদের বিদ্রোহ ১১৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিশাম ইবনু আবদুল মালিক-এর আমলে বিজয়সমূহ ১২৩

এক. পশ্চিম ফ্রন্ট ১২৩
১. রোম সাম্রাজ্য ১২৩
২. সমুদ্র ১২৪
৩. আন্দালুসে : বালাতুশ শুহাদা যুদ্ধ (১১৪ হিজরি) ১২৪
দুই. পূর্ব ফ্রন্ট ১২৭
১. আর্মেনিয়া ১২৭
২. মা-ওয়ারাউন নাহার ১২৮
৩. সিন্ধ ১২৮
তিন. বিজয়ের শিক্ষা ও উপদেশ ১৩০
১. মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ১৩০
২. সেনানী ও সেনাপতিদের শাহাদতের আগ্রহ ১৩০
৩. সামরিক ব্যবস্থাপনায় হিশামের পরামর্শ কমিটি ১৩১
৪. হিশামের আমলে গুপ্তচর ১৩২
৫. স্থলীয় সীমান্তের প্রতি মনোযোগ ১৩৩
৬. সামুদ্রিক সীমান্তের প্রতি মনোযোগ ১৩৪
৭. হিশামের আমলে বিজয়ের সাংস্কৃতিক প্রভাব ১৩৪
চার. হিশাম ইবনু আবদুল মালিকের মৃত্যু এবং পতনের সূচনা ১৩৬
১. মৃত্যুশয্যায় তার সন্তানদের কী বলেছিলেন? ১৩৬
২. মৃত্যুর কারণ ১৩৬
৩. মৃত্যুর সময় তার বয়স ১৩৮
৪. উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা ১৩৮

একাদশতম অধ্যায়

উমাইয়া খিলাফতের পতন-১৩৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

খলিফা ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু আবদুল মালিকের শাসনকাল (দ্বিতীয় ওয়ালিদ) ১৪১
এক. ওয়ালিদের শাসনামল ১৪২
দুই. রাষ্ট্রের উন্নয়নে খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো ১৪৩
তিন. দাপ্তরিক পরিবর্তন ১৪৬
১. ওয়ালিদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ ১৪৭
২. কেন্দ্রীয় দপ্তর ও প্রাসাদ কর্মচারীগণ ১৪৮

৩. বিচারকগণ ১৪৯
৪. ওয়ালিদের শাসনামলে উলামায়ে কিরামের অবদান ১৪৯
চার. অলি আহাদ হিসেবে প্রথমে হাকাম তার পর উসমানের জন্য বাইআত গ্রহণ ১৫০
পাঁচ. খলিফা ওয়ালিদের প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড ১৫১
ছয়. ইয়াজিদ ইবনু ওয়ালিদের বিদ্রোহের মৌলিক উপাদান ১৫৩
১. বনু উমাইয়া ১৫৩
২. ইয়ামানি গোত্র ১৫৮
৩. কাদরিয়া ১৬২
সাত. রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদকে হত্যা ১৬৪
১. আন্দোলনের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ১৬৪
২. ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদের দিকে বাহিনী প্রেরণ ১৬৬
৩. বিদ্রোহীদের সঙ্গে খলিফার আলোচনা ১৬৯
৪. খলিফা ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদকে হত্যা (১২৬ হিজরি) ১৭০
৫. ওয়ালিদ হত্যার পরিণাম ১৭১
ফিলিস্তিনে বিদ্রোহ ১৭৪
জর্তানে বিদ্রোহ ১৭৪
৬. ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদ কি কাফির বা ধর্মে অবিশ্বাসী ছিলেন? ১৭৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইয়াজিদ ইবনু ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিক ১৭৯
এক. ইয়াজিদ ইবনু ওয়ালিদের শাসননীতি ১৭৯
দুই. বিদ্রোহের সময় বিবিধ পদবণ্টন এবং বিরোধীদের বঞ্চিতকরণ ১৮৫
১. আবদুল আজিজ ইবনু হাজ্জাজ ইবনু আবদুল মালিক ১৮৫
২. মানসুর ইবনু জুমহুর ১৮৫
৩. ইয়াজিদ ইবনুল আক্কার আল কালবি ও ওয়ালিদ ইবনু মাসাদ আল কালবি ১৮৫
৪. কুতন, মূলত ইয়াজিদ ইবনু ওয়ালিদের আজাদ করা গোলাম ১৮৬
৫. ইয়াজিদ ইবনু আম্বাসা আস সাকসাকি ১৮৬
৬. সাবিত ইবনু সুলাইমান ইবনু সাদ আল খাশানি ১৮৬
৭. মারওয়ান ইবনু মুহাম্মদ ১৮৬
উলামায়ে কিরামের সঙ্গে ইয়াজিদের মুআমালা ১৮৭
তিন. কিছু উপদেশ এবং মৃত্যু ১৬৬
এক. উপদেশ ১৮৮

দুই. মৃত্যু ১৮৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইবরাহিম ইবনুল ওয়ালিদ ১৮৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মারওয়ান ইবনু মুহাম্মদ উমাইয়া সাম্রাজ্যের শেষ খলিফা ১৯১
এক. মারওয়ান ইবনু মুহাম্মদের সামরিক সক্ষমতা ১৯২
দুই. মারওয়ান ইবনু মুহাম্মদের শাসনকাল ১৯৪
তিন. শাম ও ইরাকের বিদ্রোহ এবং হিজাজে আবু হামজা খারিজির বিদ্রোহ ১৯৭
১. হিমসে বিদ্রোহ (১২৭ হিজরি) ১৯৭
২. গাওতায় বিদ্রোহ (১২৭ হিজরি) ১৯৮
৩. ফিলিস্তিনে বিদ্রোহ (১২৭ হিজরি) ১৯৮
৪. ইরাকে খারিজিদের বিদ্রোহ এবং তাদের নেতা জাহহাক ইবনু কাইস শায়বানি ১৯৯
৫. খারিজি বিদ্রোহ ও আবু হামজা খারিজি (হিজাজ, ১২৮ হিজরি) ২০০
৬. আবদুল্লাহ ইবনু মুআবিয়ার বিদ্রোহ ২০৫
৭. আবদুল্লাহ ইবনু উমর ইবনু আবদুল আজিজের বিদ্রোহ ২০৬
৮. সুলাইমান ইবনু হিশাম ইবনু আবদুল মালিকের বিদ্রোহ (১২৭ হিজরি) ২০৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আব্বাসি মিশন ও উমাইয়া সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ২১০
এক. আব্বাসিদের ঐতিহাসিক শেকড় ২১০
১. আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব ইবনু হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ২১০
আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা ও কৃতিত্ব বিষয়ে বর্ণিত হাদিস ২১১
২. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ২১৩
৩. আলি ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (আল ইমামুল কানিত আবু মুহাম্মদ আল হাশিমি আল মাদানি আস-সাজ্জাদ) ২১৪
৪. মুহাম্মদ ইবনু আলি ইবনু আব্বাস ২১৭
৫. আবু হিশামের সঙ্গে সম্পর্ক, তার পক্ষে আবু হিশামের অসিয়ত ২১৮
৬. মুহাম্মদ ইবনু আলির হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর ও আবু হাশিমের গুটিয়ে যাওয়ার কারণসমূহ ২২০
দুই. গোপনীয়তার ধাপে আব্বাসি মিশন ২২১
২. সাংগঠনিক কাঠামো ২২৩

৩. দূরদর্শী পরিকল্পনা ও বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ ২৩১
৪. আব্বাসি মিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভিত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিভিন্ন দিক ২৩৪
৫. আব্বাসি মিশনের শরয়ি পূর্বসূত্রতা ২৩৯
ইবনে আব্বাসের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ২৪০
৬. মিশন কার্যক্রমে গুরুতর সংকট এবং এ বিষয়ে মুহাম্মদ ইবনু আলির অবস্থান ২৪২
তিন. প্রকাশ্যে আব্বাসিদের বিদ্রোহ ঘোষণা ২৪৬
১. আবু মুসলিম খোরাসানি ২৪৭
২. নাসর ইবনু সাইয়ার কর্তৃক আব্বাসি বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা ২৫৬
৩. আবু মুসলিমের দখলে খোরাসান ২৬৫
চার. কাহতাবা আত-তায়িকে সেনাপতি নিয়োগ (ইরাক অভিমুখী খোরাসানের অগ্রবর্তী বাহিনী) ২৬৮
১. খোরাসানের নির্মূল অভিযান ২৬৯
২. বিদ্রোহের তিনটি কেন্দ্রের মধ্যকার চলমান যোগাযোগ ২৭০
৩. কাহতাবা আত-তায়ির ইরাক প্রবেশ ২৭০
৪. আবু সালামা আল খাল্লালের শাসনভার গ্রহণ ২৭১
পাঁচ. আব্বাসি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ২৭২
ছয়. জাব যুদ্ধে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আব্বাসিদের জয় (১৩২ হিজরি) ২৭৬
১. ওয়াসিত অবরোধ ও ইবনু হুবাইরার হত্যাকাণ্ড ২৮০
২. বসরার আত্মসমর্পণ ২৮২
সাত. সর্বশেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ানের হত্যাকাণ্ড (১৩২ হিজরি) ২৮৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উমাইয়া সাম্রাজ্য পতনের কারণসমূহ ২৮৬
এক. উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ গৃহীত সংস্কার আন্দোলন বিরোধী বিদ্রোহ ২৯১
দুই. জুলুম নির্যাতন ২৯৩
তিন. ভোগবিলাস এবং আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন ২৯৭
চার. শূরা ব্যবস্থার বিলোপ সাধন ৩০০
পাঁচ. ওলায়াতুল আহদ বা ভবিষ্যৎ খলিফা নির্বাচন পদ্ধতির প্রবর্তন ৩০১
ছয়. উমাইয়া সাম্রাজ্যবিরোধী নানা বিদ্রোহ ৩০৩
সাত. গোত্রপ্রীতি ৩০৬
আট. মাওয়ালি (মুক্তিপ্রাপ্ত দাসশ্রেণি) ৩০৯

নয়. সাংস্কৃতিক জাগরণ সৃষ্টিতে উমাইয়াদের ব্যর্থতা ৩১৫
দশ. উমাইয়া রাজবংশের ঘরোয়া বিভেদ ৩১৭
এগারো. অনুগত সেনাবাহিনী গঠনে উমাইয়াদের ব্যর্থতা ৩২০
বারো. উমাইয়া সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণে মারওয়ান ইবনু মুহাম্মদের ব্যর্থতা ৩২৪
১. খিলাফতের দায়িত্বগ্রহণে মারওয়ান ইবনু মুহাম্মদের অবৈধতা ৩২৪
২. হাররানে রাজধানী স্থানান্তর ৩২৪
৩. শক্তিশালী ও সুসংহত কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা না থাকা ৩২৭
৪. খোরাসানের বিদ্রোহীদের গুরুত্ব না দেওয়া ৩২৮
৫. সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বেচ্ছাচারিতা ৩৩০
৬. প্রকৃত মিত্রদের দূরে সরিয়ে অন্যদের আপন করে নেওয়া ৩৩০
৭. প্রতিপক্ষ দমনে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও রাজনীতি ব্যবহার না করা ৩৩১
৮. জাহমিয়াদের অশুভ প্রভাব ৩৩৫
৯. নিয়ন্ত্রণে শিথিলতা ৩৩৬
১০. সতর্কতার অভাব ৩৩৭
১১. আস্থার অভাব ৩৩৮
১২. জাব যুদ্ধে শামবাসীর মারওয়ানের সঙ্গত্যাগ ৩৪০
তেরো. আব্বাসি কার্যক্রম ৩৪১
ইসলামের সূচনাকালের ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগে
কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবার্তা ৩৪২
এক. ইবনু কুতাইবার দিকে সম্পৃক্ত 'তারিখুল ইমামা ওয়াস সিয়াসা' ৩৪২
দুই. নাহজুল বালাগা ৩৪৬
তিন. কিতাবুল আগানি ৩৪৯
চার. তারিখুল ইয়াকুবি (ইন্তেকাল ২৯০ হিজরি) ৩৫১
পাঁচ. মাসউদি প্রণীত 'মুরুজুজ জাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার' ৩৫২
ইসলাম ও প্রাচ্যবিদ্যা ৩৫৫
সমাপিকা ৩৬২